CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-258 ■ 28 June, 2025 ■ আগরতলা ২৮ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমেদাবাদে রথ যাত্রায় হাতির তান্ডবে আতঙ্ক

আহমেদাবাদ, ২৭ জুন ।। *শহরের খাড়িয়া এলাকার দেশাইনি পোলের কাছে শুক্রবার সকালে রথযাত্রার সময় ১৮টি হাতির শোভাযাত্রার মধ্যে একটি পুরুষ হাতি হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠে। যার ফলে আশপাশে থাকা মানুষদের মধ্যে মুহূর্তের জন্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।*

কমলা নেহরু জুওলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্ট আরকে সাহু জানান, ১৮টি হাতির মধ্যে এটিই একমাত্র পুরুষ হাতি ছিল। আচমকাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং শোভাযাত্রার নির্ধারিত পথ থেকে ছিটকে যায়। সাথে তিনি যোগ করেন, নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী, হাতিটিকে সঙ্গে সঙ্গে চেতনানাশক ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। এরপর দুটি মহিলা হাতিকে ব্যবহার করে তাকে জনতার ভিড় থেকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি আমাদের নিয়মিত নিরাপত্তা পদ্ধতির অংশ।

ঘটনায় কারও আঘাত লাগার খবর পাওয়া যায়নি। এলাকায় উপস্থিত জনতা সাময়িকভাবে আতঙ্কিত হলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উন্মত্ত পুরুষ হাতিটিকে এখন নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে এবং সে আর রথযাত্রায় অংশ নেবে না। অন্য ১৭টি মহিলা হাতি শোভাযাত্রার নির্ধারিত পথে নির্বিঘ্নে যাত্রা

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে ধুমধামে রথ যাত্রা উৎসব

লাখো জনতার টানে জগন্নাথের রথ গেল মাসির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / মেলাঘর / সোনামুড়া / তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। আগরতলা ইসকন মন্দিরে প্রতিবছরের মত এবারও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসাহ উল্লাসে রথ বের করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ,টিঙ্কু রায় ,মেয়র দীপক মজুমদার ,সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ ইসকনের কর্মকর্তা বৃন্দ। জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত হয় রাজপথ।

আজ শ্রী শ্রী জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব। ইসকন মন্দিরসহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন মন্দির থেকে রথ নিয়ে বের হয়েছেন পূন্যার্থীরা। আগরতলার পূর্বাশার সামনে থেকে ইসকন মন্দিরের রথ পরিক্রমা শুরু হয়। সেখানে দুপুর থেকেই হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হতে শুরু করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে রথ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। জয় জগন্নাথ ধনিতে ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা মুখরিত করে গোটা শহরকে। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ দাঁড়িয়ে রথযাত্রা উৎসব উপভোগ করেন। অনেকেই ভিড় উপেক্ষা করেও রথের দড়িতে টান দিয়ে পূন্য অর্জন করেন।

শুক্রবার বিকেলে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বাড়ি মন্দির থেকে জগন্নাথ দেবের সুসজ্জিত রথ বের করা হয়। আর এই রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন আগরতলা শহরে জন প্লাবন দেখা যায়।রথযাত্রা একটি প্রাচীন হিন্দু উৎসব যা ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার রথে যাত্রা করার স্মরণে পালিত হয়। প্রতিবছরের মত এবারও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মঠ, মন্দির এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থানের পক্ষ থেকে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। এদিন রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বাড়ি মন্দির থেকেও জগন্নাথ দেবের সুসজ্জিত রথ বের করা হয়েছিল। জগন্নাথ দেবের সঙ্গে ছিলেন বলরাম ও সুভদ্রা। রথটি জগন্নাথ বাড়ি থেকে বের হয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কামান চৌমুহনী সহ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আর এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দিন আগরতলা শহরে জনপ্লাবন সৃষ্টি হয়। শহরের রাস্তার কোথাও পা ফেলার জায়গা ছিল না। রথের দড়ি টেনে পূন্য লাভ করাই ছিল ভক্তদের মূল উদ্দেশ্য। রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শহরে খাওয়া-

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেকারত্বের হার মাত্র ১.৭ শতাংশ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। স্বচ্ছতার মাধ্যমে কিভাবে চাকুরি দেওয়া যায় বর্তমান রাজ্য সরকার তার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। চাকুরি একটা পরিবারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সবাই জানেন। আগামী দিনে আরও চাকুরি দেওয়া হবে। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে চাকুরির নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সরকার ধাপে ধাপে সব শূন্য পদগুলি পূরণের চেষ্টা করবে। রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মধ্যদিয়ে ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ডাইন-ইন-হারনেস সহ মোট ১৯ হাজার ৪৮৪ জনকে সরকারি চাকুরি প্রদান করেছে। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৫৭০০ জনকে, সিকিউরিটি

২০২৩-২৪ সালে

গার্ড সহ অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ২৯৮৭ জনকে নিয়োগ করেছে। ২০২৪-২৫ সালে সরকার জব ফেয়ারের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০৫ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

অনুষ্ঠানে আজ মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০ জনের হাতে চাকুরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। উল্লেখ্য, আজ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরে মোট ২২২ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগপত্র প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মক্ষেত্রে "ইয়েস আই কেন ডু ইট" মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ণের অংশীদার হয়ে রাজ্যের

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আশীষ সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তাই রাজ্যবাসীর স্বার্থে পরিস্থিতির অবসানে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

এদিন তিনি চিঠিতে লেখেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসী দলমতের উর্ধে উঠে শান্তি-পূর্ণ ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে আপনাদের দলের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করে। কিন্তু নূতন সরকার গঠনের অল্পকিছুদিন পরেই সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে একটি অংশের মন্ত্রী বিধায়ক ও নেতা নেত্রীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকার সমূহ পদদলিত করা ও গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কণ্ঠরোধ করা শুরু হয়। বিরোধীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাধা দান, তাদের কার্যালয় দখল করার মতো ঘৃণ্যকাজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচিত বিধায়ক ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক হামলার ঘটনাও ঘটে। সরকার প্রধানের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট বাইক-বাহিনীর বাড়ি ঘরে আক্রমন, অগ্নিসংযোগ ও হুমকি প্রদর্শণ এক

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

রথ উৎসবে অংশ নিয়ে মন্তব্য

দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে সিপিএম ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন ।। আজ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাজধানী থেকে শুরু করে দক্ষিণ জেলাতেও রথযাত্রার উদ্বোধন করেছেন তিনি। এদিন রথের দড়িতে টান দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন দিনের শুরুতেই আগরতলার একটি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন তিনি। যোগেন্দ্রনগর আদর্শ যুব সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রা উৎসবে সামিল হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রথের দড়ি টেনে সবার মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

আজ আগরতলার যোগেন্দ্রনগর আদর্শ কলোনীস্থিত গৌর গোবিন্দ ভজন কুটির প্রাঙ্গনে আয়োজিত জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রায় অংশ নিয়েছেন

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুন।। কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতির কারণে মৃত্যু ঘটল মা ও নবজাতক শিশুর। কৈলাসহর কনকপুর এলাকার বাসিন্দা হেললাল মিয়ার স্ত্রী রুবিনা বেগম প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা এসে আরজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন। শুক্রবার গভীররাতে লেবার রুমে ঢুকানো হয় রুবিনা বেগমকে।

শুক্রবার ভোরবেলা জানানো হয় যে নবজাতক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তী সময় রুবীনা বেগমের অবস্থা বেগতিক হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্টোভ ফেটে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রহস্যময় আগুনে অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। ওই ঘটনায় কৃষ্ণনগর ব্যানার্জি পাড়া এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও দমকলবাহিনী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে কৃষ্ণনগর ব্যানার্জি পাড়ার ভানুমতী আচার্য(৭৫) রান্নাঘরে ছিলেন। আচমকাই প্রতিবেশীরা ঘরে প্রথমে আগুন দেখতে পান। সাথে সাথে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি নির্বাচন ঘোষণা, পরে স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ২৯ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একইদিনেই বিকাল ৩ টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

আজ প্রদেশ বিজেপির রিটার্নিং অফিসার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

তাতে বলা হয়েছে, ২৮ জুন দুপুর

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

৭ বছরে রাজ্যে ৭৩ মেট্রিকটনের বেশি আনারস বিদেশে রপ্তানি হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। *রাজ্যে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ক্যুইন আনারসের চাহিদা বিশ্বের বাজারে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নির্দিষ্ট একটি সময়ের পরিবর্তে বছরব্যাপী আনারসের চাষ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্টেগার্ড প্ল্যান্টিংয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে পঞ্চম সি.আই আই, ত্রিপুরা আনারস উৎসবের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-এর উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের উদ্যান দপ্তরের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে ন্যারামেক, এফ.পি.ও. সহ বিভিন্ন সংস্থার আনারসের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। কৃষিমন্ত্রী প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।*

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৫৮ হাজার ৪৯১ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ করা হয়। এরমধ্যে ১১ হেক্টরেরও বেশি জমিতে কিউ এবং ক্যুইন প্রজাতির আনারস চাষ করা হচ্ছে। ফলে রাজ্যে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিকটন আনারস উৎপাদিত হচ্ছে। কিউ প্রজাতির আনারস প্রধানত ধলাই, উত্তর

☛ ৫এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৮ জুন ২০২৫ইং
১৩আষাঢ়, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আত্মহত্যা নীরব সংকট

আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ নানা কারণে আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইতেছেন। এই সংখ্যাটি শুধু একটি পরিসংখ্যান নহে, এটি এক একটি জীবনের করুণ ইতিও বটে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইল, তার পেছনে রহিয়া যায় পরিবার, সমাজ ও জাতির গভীর ক্ষত।

এনসিআরবি-র সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সনে ভারতে প্রায় ১,৭০,০০০ জন মানুষ আত্মহত্যা করিয়াছেন। যা বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। প্রতি ১০০,০০০ জনে আত্মহত্যার হার দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১২.৪ জন। তাতে অবশ্য, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ব্যাপক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা গিয়াছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৮ থেকে ৪৫ বয়সীদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা সর্বাধিক দেখা গিয়াছে। পেশাগত দিক থেকে গৃহবধূ, দিনমজুর এবং ছাত্রদের আত্মহত্যার হার সর্বাপেক্ষা বেশি।

এনসিআরবি-র প্রতিবেদনে রাজ্যভিত্তিক আত্মহত্যার আনুপাতিক হার প্রকাশিত হইয়াছে। তাতে দেখা গিয়াছে, সিকিম(৪৩.১শতাংশ), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ(৪২.৮শতাংশ), পুডুচেরি(২৯.৭শতাংশ), কেরল(২৮.৫শতাংশ), ছত্তিশগড়(২৮.২শতাংশ), ত্রিপুরা(২০.৮শতাংশ), তামিলনাড়ু(২২.২শতাংশ), তেলেঙ্গানা(২১.৫শতাংশ), গোয়া(১৯.৯শতাংশ), কর্ণাটক(১৮.৪ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ(১৭.৪ শতাংশ), মহারাষ্ট্র(১৬. শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গ(১৩.৪শতাংশ), বিহার(০.৬ শতাংশ), মণিপুর(১.৪ শতাংশ), উত্তর প্রদেশ(২.১ শতাংশ), নাগাল্যান্ড(২.২ শতাংশ), লাদাখ(৪.০ শতাংশ) এবং লাক্ষাদ্বীপ(২.৯ শতাংশ) আত্মহত্যার অনুপাত রেকর্ড হইয়াছে।

২০২২ সনে দিনমজুর ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সর্বাধিক ধরা গিয়াছে ২৬ শতাংশ দিনমজুর হিসাবে। যান্ত্রিক কারণ হিসাবে পারিবারিক কলহ, চাকরি ও অর্থনৈতিক চাপ এবং অবসাদ প্রধান বলিয়াই উল্লেখ রহিয়াছে। কেরলে পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, অসুস্থতা, নেশা ও মাদকের প্রভাব সহ নানা প্রশ্নে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিতেছে। সিকিম ও আন্দামানে জনসংখ্যা কম হওয়ায় একাধিক মানসিক ও সামাজিক চাপের কারণে হারের আকাশচুম্বী বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। সেখানে পারিবারিক ভাঙন ও মানসিক স্বাস্থ্য অবহেলার প্রভাব বেশি বলিয়াই কারণ দেখানো হইয়াছে। এদিকে, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ে গ্রামীণ হারের তুলনায় শহরাঞ্চলে আত্মহত্যার হার বেশি বলিয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ রহিয়াছে। জাতীয় গড় ১২.৪ শতাংশের তুলনায় শহরে ১৪.৮ শতাংশ রেকর্ড হইয়াছে। মূলত, শহরগুলির ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা, অসুস্থতা, ঋণ বা পেশাগত জীবন সংকট প্রবল বলিয়া প্রমাণ মিলিয়াছে।

মহারাষ্ট্রে কৃষক ও মজুরদের কাঁধে বোঝা বাড়িয়াই চলিতেছে। ২০২২ সনে কৃষিজীবী ৪,২৪৮ জন আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিয়াছিলেন। মূল কারণ ঋণপ্রাপ্তিতে অসুবিধা, ফসলের আশানুরূপ ফলন না হওয়া এবং অতিরিক্ত ঋণের বোঝাই ওই করুন পরিণতি বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ এই রাজ্যগুলিতেও কৃষক ও দৈনন্দিন দিনমজুরদের মানসিক ও আর্থিক চাপ প্রবল। ফলে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের আত্মহত্যার হার ক্রমশ বাড়িতেছে। খুবই উদ্বেগের হইল, রাজস্থানে কোটা শিক্ষার্থী কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ২০২৩ সনে সেখানে ২৬ জন ছাত্র আত্মহত্যা করিয়াছে। কোচিং, মানসিক চাপ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা এই কঠিন পথ বাছিয়া লইতে প্রধান ভূমিকা রাখিয়াছে।

ভারতে আত্মহত্যার হারে রাজ্যভিত্তিক কারণ বিশ্লেষণ করিলে সহজেই বোঝা যাইতেছে, চাকরিসংকট, মানসিক অবস্থা ও সামাজিক সহায়তার ঘাটতি প্রতিটি অঞ্চলে নির্ধারক ভূমিকা নিয়াছে। সম্প্রতি এনসিআরবি-র ২০২২ ও ২০২৩ সনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখাইয়াছে, ত্রিপুরায় প্রতি লক্ষে আত্মহত্যার হার দাঁড়াইয়াছে ২০.৮ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ১২ শতাংশ হইতে অনেক বেশি। সরকারি সাইকিয়াট্রিক তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে ৩৫,০০০ জন 'ক্রিটিক্যাল' মানসিক রোগী এবং ৪০,০০০ জন প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চর্যতার কারণে মানসিক চাপ বাড়িতেছে, তাহা অস্বীকার করার সুযোগ নাই। ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি—এর রাজ্য শাখা বলিতেছে, ১৫ হইতে ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ ও চাপের কারণেই সংখ্যা বেশি। সিএমআইই রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রিপুরার বেকারত্ব দারুণভাবে বাড়িতেছে, যাহা এই মুহূর্তে প্রায় ২৭ থেকে ২৮ শতাংশে পৌছাইয়া গিয়াছে। ঋণ ও দারিদ্র্যের কারণেও যুবকরা হতাশায় ডুবিয়া যাইতেছে। একসময় অর্থনীতি উন্নতির পরিপেক্ষিতে এখন যুব সমাজ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে সংকটে পড়িয়াছেন। নারী নির্যাতন ও অপরাধ বৃদ্ধির ফলে নারীদের মানসিক অবস্থা খারাপ হইতেছে, যা আত্মহত্যার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। ইয়াবা ও হেরোইন সহ অন্যান্য মাদকপ্রবণতা উর্দ্ধমুখী হইয়া তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে। তাই রাজ্যভিত্তিক লক্ষ্যমূলক কর্মসূচিই এই সংকটের টিকা, এমনটাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, আত্মহত্যার এই প্রবণতা মূলত মানসিক চাপ, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক অশান্তি, শিক্ষাগত চাপ এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে উৎসারিত হইতেছে। আজকের তরুণ সমাজ, যারা দেশের ভবিষ্যৎ বলিয়া বিবেচিত, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার শিকার হইতেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার চাপ, প্রতিযোগিতার দৌড়ে টিকিয়া থাকার লড়াই, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সবকিছু মিলিয়া এক অদৃশ্য মানসিক ভার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়া কথা বলিবার সাহস খুব কমই দেখাইতে সক্ষম। বহু পরিবারে এখনও বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা মানসিক সমস্যাকে "বদঅভ্যাস" বা "আলস্য" বলিয়া তাচ্ছিল্য করা হইতেছে। পরামর্শদাতার কাছে যাওয়া একপ্রকার লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা ঠিক ততটাই জরুরি, যতটা উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা।

সরকার কিছু উদ্যোগ নিয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে। স্কুল-কলেজে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা চালু এবং গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করিবার এবার ভীষণ প্রয়োজন পড়িয়াছে। পাশাপাশি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি বলিয়াই মনে করা হইতেছে। কারণ, আত্মহত্যা কোনো "দুর্বলতার" পরিচয় নহে, বরং ইহা এক গভীর অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে, মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা লইতে হইবে। আত্মহত্যার খবর প্রচারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বার্তা প্রচার অত্যন্ত জরুরি বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব, আত্মহত্যা রোধে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ পরিবার, সমাজ, সরকার, এবং নাগরিক সকলের। কারণ প্রতিটি জীবন অমূল্য, এবং একটি জীবন বাঁচাইতে পারিলেই একটি ভবিষ্যৎ রক্ষা সম্ভব হইবে।

ঠিকানাবিহীন

ডঃ প্রনব সেনগুপ্ত, আইনজীবি

সুরজিৎ এর মেজাজটা আজকাল খুব খিটখিটে হয়ে গেছে বয়সটা পঁয়তাল্লিশের দোড়গোড়াই। পরিস্থিতির সাথে প্রায়শই মানিয়ে নিতে পারছে না। সামান্য চাপে বিরক্ত হয়, উত্তেজিত হয়ে পড়ে, রেগে যায়। সুরজিৎ চাকুরিজীবী পেশায় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। চাকুরী জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের মতো এখন আর পরিশ্রম করতে পারছে না সুরজিতের বড্ড কষ্ট হচ্ছে শরীরে, হয়তো সুগার সমস্যা ও একটি কারণ মাঝে মাঝে রক্তচাপও বেড়ে যায়। সকাল দুপুর, সন্ধ্যা বা সবসময় যেন একটা অজানা উত্তেজনা। সুরজিৎ একাকী থাকলে ভাবে জীবন যৌবনের শুরুতেই যেন পরাধীনতার শৃঙ্খল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক খোলা কারাগারে। কিন্তু স্বাধীনচেতা তার এই পরিণতি ইচ্ছাকৃত কারণ তার এই চাকরিটা তার এবং তার স্ত্রী কন্যার জীবন জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। সু-শিক্ষিত সুরজিৎ জানে জীবনের এই সময়টুকু সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে চুক্তিবদ্ধভাবে সঁপে দিয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তা তাকে মেনে নিতেই হবে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলে নিশ্চিত সুরজিৎ না দেখা দাসত্ব থেকে মুক্তি নিতে পারে। যেহেতু কোন অবলম্বন নেই সেহেতু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সুরজিৎকে যে কোনভাবেই হোক পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হবে। সেখানে ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। সুরজিৎ এর মনের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলে, কিন্তু করবে টা কি? বলবেই বা কাকে? তার উপর পুলিশের চাকুরীর চলতে থাকা নিরন্তর ভিন্নমুখী সমস্যা সঙ্কুল প্রবাহ। দুটো একসাথে চালানো ও অসম্ভব। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হলেই কি দায়িত্ব প্রাপ্ত, পিতা বা স্বামী হওয়া যায়? নানাহ টানাপোড়ন ও গোপন উত্তেজনা সমস্যা নিয়েই সুরজিৎ এর দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। বিভাগের ভিন্নমুখী সমস্যা তো আছেই, কখনো উর্ধ্বতন কখনো অধঃস্তন, কখনো খোসামোদ, কখনো অপরাধ সমস্যা, কখনো সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, দিনের পর দিন বছরের পর বছর তা ক্রমান্বয়ে চলছে তা যেত্র কখনোও থামবে না। দক্ষতা বাড়াতে হবে, আরো অ্যাফেকটিভ হতে হবে, চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু সুরজিৎ জানে পাশাপাশি তার বয়সটাও বাড়ছে, দৈহিক কর্মক্ষমতা তো আর ২০/২৫ বছরের ছেলেরও তা চুলোয় যাকগে। ওসব সমস্যায় নয়তো সাংসারিক অশান্তি হবে কিন্তু আসল জায়গাটা তো ঠিক রাখতে হবে। কারণ এখানেই তো সুরজিৎ এর রুটি রুজির ব্যাপার। দিনে দিনে কাজের টার্গেট বাড়ছে। তা যদি সম্পূর্ণ করতে না পার তাহলে ঝাড় খাও শাস্তি পাও, নয়তো ঘরে চলে যাও। দিবানিশি ২৪ ঘন্টা খোলা কর্মক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞের কোন শেষ নেই। দিবারাত ভিতর বাইরের সমস্যায় সুরজিৎ এর মাথা খাঁ খাঁ করে উঠে। কখনো দু হাত কপালে চেপে ধরে মাথা নুয়ে টেবিলে বসে পড়ে সুরজিৎ একটানা একুশ বছর ধরে সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশের মতো চ্যালেঞ্জং চাকুরী করে চলেছে উত্তেজনা ও চাপকে সঙ্গী করে। ভাবতে ভাবতে সুরজিৎ অবাক হয়ে যায় রোজকার মতো দেখা চা-বাগানের শ্রমিকদের দেখে সুরজিৎ ভাবে এই শ্রমিকরাও তার চাইতে অনেক খুশী অনেক সুখী পারিবারিক জীবনে। এই চাকুরীর রোজের মতো সময় অসময়ের নিয়মকানুন, আদেশ, উপদেশ এর চুক্তি যেন এখন তার কাছে গাত্রদাহ। মন থেকে মেনে নিতে না পারলে তাকে তা মেনে নিতেই হবে। খোসামোদ, সেবা ধর্মটী স্তমকী সব করতেই হবে, মানতেই হবে। সবার শান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজে না উজোর হয়ে যাও, ভাবে সুরজিৎ। ভাবতে ভাবতে ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে নেয়। অদ্ভুতভাবে মনের ভেতরে যেন তার কখনো তৈরী হয়ে থাকে রেজিগনেশন লেটার। কিন্তু আবারো ভাবে সুরজিৎ জীবন জীবিকার স্বার্থে একথা মুখ ফুটে বলো না যেন। সে ভাবে সুরজিৎ তুমি এখন অচল ঘোড়া, কেউ তোমাই নেবে না। আগের মতো মুঠ বইবার ক্ষমতা এখন তোমার নেই। কখনো সুরজিৎ স্ত্রী সুনীতাকে বলে এই চাকুরীটা এখন আর আমি পারছি না গো।

সুনীতা বলে অমন কথা বলো না, এখন তোমার এসব কথা বলার সময় নয়, মেয়েটা সবে বার ক্লাশ পাস করল তার কলেজ, তার জীবন সবই বাকী তার উপর মেয়ে সন্তান, এসব বাজে কথা মনে ও আনবে না, মুখে ও বলবে না। কেন এমন বলছো বলতো, তুমি তো রাজ্যের পাহাড় জঙ্গল, চরাই, উৎরাই কত পথ চলেছো কত সমস্যা বিভাষিকা সামলেছো তবে কেন এখন এত অনীহা বলতো। কি করতে পারবে এখন যদি বের হয়ে যাও, সুতরাং এসব চিন্তা ছাড়। সুরজিৎ বলে উঠে সব মানুষ কী পুলিশের চাকুরী করেই বেঁচে আছে বলতো।

সুরজিৎ এর কথায় সুনীতার দু-চোখ বেয়ে জল নামতে থাকে। সুনীতা বলে তুমি একবার কেন ভাবছো না, আমাদের একমাত্র মেয়ে সাগরিকার কি হবে? যদি তুমি এ রকম পাগলামো কর। সুনীতার কথা সুরজিৎ ভাবে সত্যিই তো এই বয়সে নতুন প্রফেসনে গিয়ে নিজের জায়গা তৈরী করা সত্যিই তো মুখের কথা নয়। মেয়ে সাগরিকার কথা তো ভাবতেই হবে। তাছাড়াও এ যাবৎ তো সুরজিৎ রাজ্য পুলিশে সুনামের সাথেই কাজ করে আসছে। পুরস্কার, সম্মান, সম্বর্ধনা, সবই তো পেয়েছে, তবে অনীহা কেন?

সুরজিৎ কোন কংক্রিট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না একবার ভাবে যা হোক, যত কষ্টই হোক চাকুরীটা করে যাবো। আরেকবার ভাবে আমার জীবনে তো কোন বড় চাহিদা নেই। অট্টালিকা সম চাহিদা না থাকলে সুখী হতে সমস্যা কোথায়, সাহেব আসবেন, সাহেবের টেলিফোন আদেশ, ইত্যাদি তো চাকুরীর অঙ্গচাপ, বকুনি, উত্তেজনা ও সব তো থাকবেই, তার মাঝে ও যদি অন্যরা পারে আমি পারব না কেন, এমনটা ও ভাবে সুরজিৎ।

তবে সুরজিৎ এর মুশকিলটা হলো যখন তার দায়িত্ব প্রাপ্ত এলাকায় কোন অপরাধের ঘটনা ঘটে তখন সে বেসামাল হয়ে যায়, ঘটনা সামাল দিতে অপরাধীকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আর যদি ঘটনা নিরসনে বিলম্বিত হয় তখন সে নিজেকে অপরাধী ভাবে। এখানে যে তার বিরাট সমস্যা, অপরাধের ঘটনা সুরাহা না হলে নিজেকেই যেন সুরজিৎ এর অপরাধী মনে হয়। আরে ব্যাটা সুরজিৎ অপরাধ তো তুমি করোনি। অত ভাবছ কেন সমস্ত ঘটনা তো আর মূহূর্তে সুরাহা হয় না, সময় কখনো লেগে যায়। তাই বলে হতাশ হওয়ার কি আছে। কিন্তু এ ভাবনাতো সুরজিৎ এর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই সুরজিৎ মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারণ তাকে যে সবার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অনেক সময় কারণে অকারণে গালমন্দও শুনতে হয়। সুরজিৎ ভুলে যায় এটা যে চাকুরীরই একটা অঙ্গ, আবার ভাবে কতজনকে সন্তুষ্ট করা যায়। সমস্যায় যন্ত্রণাকাতর সুরজিৎ তারপরেও বিভাগের কাজে মন দিয়ে লেগেই থাকে। নানাহ বার্তা আদেশের উত্তর ভেতরে বাইরে সামলানো এ তো রুটিন ওয়ার্ক। উল্টোপাল্টা ভাবনা আসলে মনে স্ত্রী সুনীতার মুখটা যেন সামনে ভেসে উঠে, কন্যা সাগরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানাহ চিন্তা হয়। তবু ও যেন সুরজিৎ ভাবে যদি মুক্তি পেতাম, কারণ দু-মুঠো ভাতের জন্য তো নিজের প্রকৃত সত্ত্বা বিসর্জিত। এত কিছুর মাঝেও মনকে দৃঢ় করে সুরজিৎ কাজ শেষ করতেই চাই। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভেতরের টেনশন অনেক সময় সুরজিৎ এর কাজে গোল পাঁকিয়ে দেয়। সে কখনো মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলে। ভেতরে ভেতরে যেন তার কান্না পায়, সে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। দীর্ঘ বছর ধরে ঘরে বাইরে হুকুম তামিল থেকে সে মুক্তি চায়। এই মুক্তি যেন তার জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা। সে নিজেকে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়।

একবার সুরজিৎকে মেয়ে সাগরিকা বলেছিল, বাবা লাক, লেবার টেলেন্সি একসাথে মিললে জীবন সাক্সেসফুল হয়। সুরজিৎ ভাবে লাক কি তাতো চোখে দেখা যায় না, বা আমি দেখিনি। লেবার সে তো জীবনে বহু পরিশ্রম করেছি, রাত জাগা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের হিসেবও করিনি, আর যদি টেলিন্সি বলা হয় তবে তো ছাত্রজীবনেও খারাপ ছিলাম না বা বিভাগীয় কাজেও অনেক নিপুণতাই দেখিয়েছি, সে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধেই হোক বা কোন জঙ্গী সংগঠনের বিরুদ্ধেই হোক। বহু অপরাধীকেই আইনের এবং বিচারের মানদন্ডে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তবে বাকীটা রইল কী? এ যাবৎ তো ব্লাডি, ক্যালাস, ননসেন্স, এই সব শব্দগুলো শুনতে হয়নি। সুরজিৎ এর মন একটাই প্রশ্ন নিজেকে করে তবে কেন মুক্তি চাও। যেহেতু দৈহিক শান্তি তাকে এখন আর আগের মতো সহায়তা করছে না। সুরজিৎ ভাবে এখন ট্রিকস আর বাটারটুকু লেবার ও টেলেন্সী থেকে অনেক বেশী যুগোপযোগী। সুরজিৎ এর মনের ভেতর কেমন যেন ভাষাহীন বোবা কান্না, আর অমানবোচিত মানুষের প্রয়োগ করা শব্দগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, আর সুরজিৎ অদ্ভুত ভাবে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে নিজেকে আলাদা করে নেয়। একাকীত্ব যেন তাকে ভাবনার সুযোগ করে দেয় ভাবে এ সুযোগ পেলে সমাজকে বলে দেব কত ঘটনা যা এ যাবৎ মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। যদি তোমরা পার পরিবর্তন কর। আমার মানসিকতা আড়ালে আবডালে থেকে বাতাস হয়ে তোমাদের সাহায্য করব। মন খুলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ও সুরজিৎ নিজেকে আটোসাটো বলে মনে করে, সে ভাবে আমি পরাধীন ক্রীতদাস আর এই ভাবনাই তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। সুরজিৎ ভাবে স্ত্রী সুনীতা কন্যা সাগরিকা কেউ বুঝবে না তার মানসিক সমস্যা। সুরজিৎ ভাবে বোবা নির্বাক গাধার মতো বোঝা বয়ে বেড়ানোই তার কাজ। তিনজনের একটি ছোট্ট সংসার। সুরজিৎ মনে মনে ভাবে সংসারটাকে আরো সুখের করে তুলবে কিন্তু পারে না। মেয়ে সাগরিকা ২০০৭-এ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে প্রথম বিভাগে, মেয়ের ভর্তির ব্যাপারটাও বাবা হিসাবে কর্তব্যের প্রথম দিকে পড়ে। চিন্তায় চিন্তায় সুরজিৎ অফিসের টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছে এমন সময় সুরজিৎ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিষান সুরজিৎ এর অফিসে আসে। কিষান লক্ষ্য করে বলে ওঠে ওমা, সুরজিৎ তুই ঝিমোচ্ছিস কেন? সুরজিৎ নড়ে বসে বলে কিষান মনটা ভাল লাগছে না রে। কি হয়েছে বল- কিষান বলে অত ভাববার কি আছে আমার দুই গাঙ্গুলীদা ও মুজুলবাবু কোলকাতায় আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করব। তুই ভাববি না প্রয়োজনে আমি তোর সাথে তোর মেয়েকে নিয়ে যাব। খানিকটা রাত বেড়ে গেছে কিষান চলে যায় কিন্তু সুরজিৎ এর দুঃশ্চিন্তার যেন শেষ নেই। সুনীতা ও মেয়ে সাগরিকা বাবাকে বলে বাপু ঘুমিয়ে পড়। সুরজিৎ ঘুমিয়ে ভাবে এই দুনিয়ার সবাই তো আর পুলিশের চাকুরী করে বেঁচে নেই আবার সুরজিৎ ভাবে সুনীতাকে কিভাবে মেনেস করব। মেয়ের পড়াশুনাই বা কিভাবে চালাব। নতুন কাজে যোগ দিলে তো আবার নতুন হাজারো সমস্যা। সব জায়গায় তো আর শিক্ষা দিয়ে সব কাজ হয় না। ওয়ার্ক কালচার, ওয়ার্ক এবিলিটি চাই, যেখানে সুরজিৎ এর ঘাটতি। সুরজিৎ ভাবে আমি তো লইয়ার ও ছিলাম, বিভাগে খ্যাতি ও ছিল তবু ও কেন.......। উর্ধ্বতন অনেক আধিকারিকরা অধস্তন কর্মচারীদের সাথে অনেক রকম অন্যায় করে থাকে এবং তা যুগ যুগ ধরেই চলেছে। কেউ বা ক্ষমতা দেখায়, কেউ বা ভাবে এটাই তাদের মুনাফা এত সমস্যা তবু ও সুরজিৎ এর মন চাই মুক্তি। ভাবতে ভাবতে বিছানায় সুরজিৎ দেখে তার স্ত্রী, কন্যা, ক্লান্ত শরীরে গভীর নিদ্রায়। নিদ্রাহীন সুরজিৎ এর চোখ খোলা জানালা দিয়ে সুরসুর বাতাস তার শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল করে দিচ্ছে কিন্তু তবুও ঘুম আসে না। ভোরের পাখীর কলরবে অস্থির সুরজিৎ বিছানা থেকে চুপিসারে উঠে বাইরে আসে, সে দেখতে পায় দলছুট এক সাদা বক ঠোঁটে একটি চিঠি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে অজানা ঠিকানায়।

আরাকান আর্মির সাথে 'লড়াইয়ের প্রস্তুতির' কথা বলছে রোহিঙ্গারা

আবুল কালাম আজাদ

শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা তরুণদের অনেকে "জিহাদ" ও "যুদ্ধ" করতে প্রস্তুত। নিজ দেশে ফেরার প্রশ্নে স্বাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখছেন তারা। বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে গত এক-দেড় বছরের মধ্যে এমন চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গা শিবিরে তাদের অনেকের সাথে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে। কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে একজন রোহিঙ্গা যুবক বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'আমরা এদিকে থাকবো না। আমরা মিয়ানমারে চলে যাবো। প্রয়োজনে যুদ্ধ করে হলেও ওইটা নিয়া আমরা স্বাধীন করে থাকবো।'

নিজের চিন্তাভাবনা আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করবো। আরাকান আর্মির সাথে। আমরা স্বাধীন (স্বাধিনতা) চাই।' উখিয়া ক্যাম্পে আরেকজন যুবক বলেন, 'আমাদেরকে যুদ্ধ করে নিজ দেশে স্বাধীনতা অর্জন করতে বলতেছে আরকি। সবাই জিহাদ করার জন্য তৈয়ার। এটার জন্য সবাই একতালে আরসা, আরএসও- দুনো দল (দুই দলই) সবাই মিলে ভালো কাজ করতেছে।' ক্যাম্পে সাধারণ রোহিঙ্গা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন রোহিঙ্গারা স্বীকার করেছেন যে, ক্যাম্পে অন্তত চারটি সংগঠন "সশস্ত্র বিদ্রোহ", "জিহাদ" বা"যুদ্ধের" জন্য উদ্বুদ্ধ করার তৎপরতায় লিপ্ত আছে।

এসব বিষয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়মিত ঘরোয় বৈঠক এবং আলাপ আলোচনা হয়। গোষ্ঠীগুলো হলো আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা), রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), ইসলামিক মাহাজ এবং আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ)। কক্সবাজারে সরেজমিনে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে এবং রোহিঙ্গাদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ক্যাম্পে নিয়মিত এসব বিষয়ে বৈঠক ও আলোচনা হয়। সাধারণ রোহিঙ্গারা বলছেন, এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময় মিটিং করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং মিয়ানমারের আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তৈরিরও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কুতুপালং ক্যাম্পে একজন রোহিঙ্গা বলেন, বৈঠকে নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত না হওয়ার বিষয় এবং নিজ দেশ মিয়ানমারে ফেরার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। সবাইকে সচেতন করা হয়। 'প্রতি জায়গায় জায়গায় মিটিং করে। মিটিংয়ে এটা বলে যে, আমাদের যে রাইট, যদি সঠিকভাবে পাই, নিরাপত্তার ভিতরে থাকতে পারি, আমরা মিয়ানমারে চলে যাব। মিটিংয়ের মাঝে বলে যে এটা আমাদের দেশ না। এখানে কোনো ঝগড়া চলবে না। সবাই একমতে থাকবে। কোনো চুরি, ডাকাতি, মানুষ খুন করাকরি অন্য কোনোকিছু এখানে চলবে না।'

আইসিজির প্রতিবেদন এবং উদ্বেগ

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র বিদ্রোহ করতে পারে—— এমন আশঙ্কা করে সম্প্রতি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ আইসিজি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব স্থগিত করেছে এবং নতুন করে সদস্য নিয়োগ বাড়িয়েছে। সক্রিয় গোষ্ঠীগুলো ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করে শরণার্থীদের রাখাইনে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে বলেও উল্লেখ রয়েছে আইসিজির প্রতিবেদনে। আইসিজির প্রতিবেদনের লেখক এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বিষয়ক সিনিয়র কনসালট্যান্ট টমাস কেইন বিবিসি বাংলাকে বলেন, রোহিঙ্গাদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টির জন্য তৎপরতা চলছে গত এক দেড় বছরে। সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থকদের দ্বারা ক্যাম্পে যে বর্ণনাটি ছড়ানো হচ্ছে, তা হলোআমাদের ফিরে গিয়ে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং আমাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

'ক্রাইসিস গ্রুপের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা, কারণ এই বিদ্রোহ আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে সফল হবে নাযে বাহিনী মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে। কিন্তু এর ফলে বাংলাদেশ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, সাধারণ নাগরিক এবং উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। এর পরিণতি হবে সত্যিই ধ্বংসাত্মক' বলেন টমাস কেইন। ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরে কী ধরনের প্রশিক্ষণ হয়, সে প্রসঙ্গে টমাস কেইন বলেন, 'ক্যাম্পে গোপনে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। কিছু শারীরিক প্রস্তুতির মতো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হয়েছেযেখানে অস্ত্র ব্যবহার হয়নি, বরং ব্যায়াম বা ড্রিলের মতো কার্যক্রম হয়েছে।' 'তবে সম্প্রতি আমরা কিছু শরণার্থীর সঙ্গে কথা বলেছি, যারা বলেছেন তারা এমন লোকদের চেনেন যাদের সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পের বাইরে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছে। তাই আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে কিছু মাত্রার সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছে। বিশেষ করে আরসা এর মতো গোষ্ঠীগুলোর সীমান্ত এলাকায় নিজেদের ক্যাম্প রয়েছে,' বলেন তিনি। তবে বাংলাদেশে ক্যাম্পের ভেতর কোথাও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ হয় না বলে জানিয়েছে স্থানীয় বাংলাদেশি এবং ক্যাম্পের রোহিঙ্গারা। একজন রোহিঙ্গা জানান, সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অনেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্যাম্পের বাইরে সীমান্ত পাড়ি দেয়। ওই রোহিঙ্গা বলেন, 'এটা মায়ানমারে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়, এখানে কোনো প্রশিক্ষণ হয় না। বাংলাদেশে আমি আমার সামনে কোনোদিন দেখি নাই। কোনো প্রশিক্ষণ হয় না। ওরা মায়ানমারে দেশে যেয়ে ওদিকে এক বছর থেকে, দুই বছর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছুটি নিয়ে আসে।' কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফজুড়ে ৩৩টি ক্যাম্পে ১৩ লাখের মতো রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশ বয়সে তরুণ। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন তৎপরতার বিষয়টি স্থানীয় বাংলাদেশিদেরও নজরে এসেছে।

স্থানীয় বাংলাদেশিরা রোহিঙ্গাদের তৎপরতার খোঁজ খবর রাখেন বলে জানান বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন কমিটি নামে একটি সংগঠনের সভাপতি রবিউল হোছাইন। প্রশিক্ষণ এবং বৈঠক প্রসঙ্গে রবিউল হোছাইন তার পর্যবেক্ষণ থেকে বলেন, 'ক্যাম্পের মধ্যে বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠন রয়েছে, আরসা, আরএসও, এরপরে এআরএ, আরও আমরা বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাদের অ্যাকটিভিটির মাধ্যমে জানতে পারছি, তারা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কথা জানতে পেরেছি। বিশেষ করে কারাতে প্রশিক্ষণের কথা জানতে পেরেছি।'

মি. হোছাইন বলেন, আরসা-আরএসও'র হয়ে বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে ৫০ বা ১০০ বা ২০০ জন বাংলাদেশ-মিয়ানমারে সীমান্ত পার হয়ে যুদ্ধ করতে মিয়ানামারে অনুপ্রবেশ করে বলে আমরা জেনেছি। অনেক সময় আমরা দেখেছি তারা ফিরে আসে। বাট এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে গেলে কখনোই যুদ্ধ বা রাখাইন রাজ্যে তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে না। 'তারা নিয়মিত অ্যাওয়ারনেস সেশন করে যে তাদের আদি নিবাস আরাকান রাজ্য, তাদের সেখানে ফিরে যেতে হবে। 'তাদের সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য এই যে প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো রয়েছে, তাদের নেতৃত্বে অ্যাওয়ারেনস সেশন তারা করে থাকে। এবং ক্যাম্পের বাহিরে বা ভেতরে তাদের ছোট ছোট গ্রুপে প্রশিক্ষণের ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা সেটা দেখেছি' বলেন রবিউল হোছাইন। আইসিজির প্রতিবেদনটির লেখক টমাস কেইন বলছেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের তৎপরতা সম্পর্কে আরাকান আর্মি অবগত রয়েছে এবং এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেপ্রভাব ফেলতে পারে। টমাস কেইন এ-ও জানান, 'তাদের ক্যাম্প থেকে তথ্য পাওয়ার ভালো সোর্স রয়েছে, তাই তারা জানে ক্যাম্পে কী ঘটছে। কিন্তু তাদের ধারণা হলো, বাংলাদেশবিশেষ করে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোরোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। এটি আরাকান আর্মি ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ বা ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে একটি বড় বাধা। এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরাকান আর্মির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।' 'আর যখন এই গোষ্ঠীগুলো সক্রিয়ভাবে এবং তুলনামূলকভাবে প্রকাশ্যে সদস্য সংগ্রহ করতে পারছে, তখন বাংলাদেশ ও আরাকান আর্মির মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়তে পারে।' সরেজমিনে শরণার্থী ক্যাম্প ঘুরে এবং রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে সাধারণ রোহিঙ্গারাও এখন আরাকান আর্মিকেই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে।

অন্যদিকে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে রোহিঙ্গা স্বশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায়—— এমন ধারণাও পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ। আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টিকে উদ্বেগজনক হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আইসিজির কনসালট্যান্ট টমাস কেইন বিবিসিকে বলেন, রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে সংঘাতে গেলে সফল হবে না। কিন্তু এর ফলে ব্যাপক ক্ষতি হবে। 'এখনো উত্তর রাখাইন রাজ্যে এক থেকে দুই লাখ রোহিঙ্গা বেসামরিক মানুষ রয়েছেনযদিও সঠিক সংখ্যা জানা নেইএবং তারা এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মাঝখানে আটকে পড়বেন। আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি এবং তারা রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সমর্থক নন। 'তারা বিদ্রোহ সমর্থন করেন না, কারণ তারা জানেন এর পরিণতি কী হবে। তারা মাঝখানে পড়ে যাবেন এবং সম্ভবত তাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে হবে। ফলে, যদি উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠী ও আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘাত বেড়ে যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় দিতে হতে পারে' মন্তব্য করেন টমাস কেইন।

বাংলাদেশের অবস্থান- কক্সবাজারের ক্যাম্পে সশস্ত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলেও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উল্লেখ করছেন। এছাড়া বাংলাদেশের এজেন্সিগুলো ক্যাম্পে রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর তৎপরতায় সমর্থন দিচ্ছে না বলেও দাবি করা হচ্ছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বিবিসিকেবলেন, রাখাইনের বেশিরভাগ এলাকা মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের দখলে থাকায় বাংলাদেশ সরকার এখন আরাকান আর্মির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের স্বশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা অস্বীকার করেন তিনি। 'আরসা আরএসও এগুলোতো বাংলাদেশ সরকারের কোনও সংগঠন না। আর বাংলাদেশের ভূমিতেও এগুলো তৈরি হয়নি। এগুলো মিয়ানমারের অর্গানাইজেশন। মিয়ানমারে হয়েছে। এখন মিয়ানমারে তারা কী করবে না করবে এর দায় দায়িত্বতো আমরা নিতে পারি না। আমরা আমাদের টেরিটরিতে যেকোনও ধরনের ইলিগ্যাল আর্মস ডিলিং, ইলিগ্যাল আর্ম গ্রুপের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। দ্যাট ইজ লাউড এন্ড ক্লিয়ার, আমাদের ভূমিকা।' মি. রহমান বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, 'আপনি দেখুন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ কী করেছে। সো কলড মিলিট্যান্ট গ্রুপ বলা হয় আরসা তাদের প্রধানকে বাংলাদেশ গ্রেফতার করেছে, তাকে জেলখানায় পুরে রেখেছে। তারপর আরেকটি অর্গানাইজেশন যে আরএসও তার পলিটিক্যাল প্রধানকে বাংলাদেশ গ্রেফতার করে জেলখানায় পুরে রেখেছে। বাংলাদেশ যদি তাদেরকে উসকে দিত তাহলে বাংলাদেশের এই ভূমিকা থাকার কথা না।' মিজানুর রহমান বলেন, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আরাকান আর্মির বিরোধের ব্যাপারটি ঐতিহাসিক এবং সম্প্রতি এটি আরও প্রবল হয়েছেরাখাইনে যুদ্ধের বাস্তবতায়। রোহিঙ্গাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে রাখাইন। তাদের বিষয়ে "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" ব্যবস্থা করে নিয়েছে সরকারি বাহিনী বা রুলাররা। সেটাই বেড়েছে বিভিন্ন সময়।

'যখন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় আরাকান আর্মি আক্রমণ শুরু করে ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে, তখন রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ সরকারি বাহিনীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছে। এটা তো সত্য ঘটনা এবং সে কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা আরও বেড়েছে। এর ফলে আরাকান আর্মিও যখন অকুপাই (দখল) করেছে তখন রোহিঙ্গা অধ্যুসিত এলাকাগুলোয় তারা নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এর ফলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে ব্যাপক হারে, এই যে গত এক-দেড় বছরে এক লক্ষ ২০ হাজার আসলো।'

উখিয়া টেকনাফের ৩৩টি ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের দুই হাজারের বেশি সদস্য। কক্সবাজারে অবস্থিত এপিবিএন এর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দাবি করছেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। পিবিএন এর ডিআইজি প্রলয় সিসিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ক্যাম্পে নিরাপত্তার বিষয়টি সমন্বয় করেই কাজ করছে বিভিন্ন বাহিনী। ক্যাম্পের ভেতরে এই ধরনের অ্যাকটিভিটিজ (কর্মকাণ্ড) আমাদের চোখে পড়েনি।

'আমরা সবাই আমরা চাই, সবাই একমত হয়েছি যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শুধু যেন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকটিভিটিজটা যেন আমরা করতে পারি। এই ধরনের স্বশস্ত্র গ্রুপ তাদের একটিভিটিজ যেন কোনোভাবেই না করতে দেয়া হয়। এগুলো বরদাশত করা হবে না।' এপিবিএন এর কর্মকর্তা প্রলয় সিসিন বলেন, 'আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই স্বশস্ত্র গ্রুপ যেন কোনোভাবেই আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে না পারে। আমরা ২৪/৭ (সার্বক্ষণিক) কাজ করছি। আমাদের পুরোপুরি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের নিয়ন্ত্রণে আছে। 'ক্যাম্পে অস্ত্র উদ্ধার আমরা বিভিন্ন সময়ে করেছি এটা চলমান আছে। যারা অপরাধী তাদের কাছে অস্ত্র আছে। আমরা অ্যারেস্ট করছি। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে হ্যান্ডমেইড, অটোমেটিক বা এসএমজি টাইপেরও আছে। আমরা চেষ্টা করছি এ ব্যাপারে যারা তদন্ত করছে দেখছে কোথা থেকে কীভাবে এগুলো এসেছে' বলেন প্রলয় সিসিন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রামীণ গর্জনমুড়া স্কুল প্রাঙ্গণে বিশেষজ্ঞ মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

গর্জনমুড়া, ২৭ জুন: আজ গোমতী জেলার কাকরাবান সিএইচসি-র আওতাধীন গ্রামীণ গর্জনমুড়া স্কুল কমপ্লেক্সে এক বিশেষজ্ঞ মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরটি যৌথভাবে আয়োজন করে এজিএমসি ও গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতাল, অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন (ষ্টওঙ্গঙ) সিডব্লিউসি, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর এবং কাকরাবান সিএইচসি।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবাল দেববর্মা এবং কাকরাবান-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার। তাঁদের প্রজ্ঞা ও সদ্ভাবনা এই মহৎ উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে এজিএমসি ও গোমতী জেলা হাসপাতালের একদল অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রঞ্জিত চন্দ্র দাস, এমডি (চর্মরোগ), ডাঃ দেবাশীষ দেব, এমডি (পিএমআর), ডাঃ কৌশিক মহাজন, এমএস (স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা), ডাঃ সুজিত চাকমা, এমএস (সার্জারি), ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল, এমএস (সার্জারি), ডাঃ নীলাদ্রি দেববর্মা, এমডি (মনোরোগ), ডাঃ কর্ণজিত দেববর্মা, এমএস (ইএনটি), ডাঃ গৌরব দাস, এমডি (মেডিসিন), ডাঃ বিবু দেববর্মা, এমডি (মেডিসিন), ডাঃ মৃন্ময় দাস, এমডি (শিশু রোগ), ডাঃ অভিষেক মজুমদার, এমএস (অস্থি রোগ), ডাঃ অভিষেক বর্মন, এমডি (রেডিওলজি), ডাঃ পারুল দীপ চাকমা, এমএস (চক্ষু), ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, গোমতী এবং ডাঃ জয়শঙ্কর মজুমদার, এমওআইসি, কাকরাবান সিএইচসি। আজকের শিবিরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল, মোট দেখা হয়েছে রোগী ২৫৫ জন। তাঁদের মধ্যে মেডিসিন: ৫৭ জন, শিশু: ২১ জন, অস্থি রোগ: ২২ জন, চর্মরোগ: ২৪ জন, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ: ২০ জন, মনোরোগ: ১৫ জন, চক্ষু: ২৩ জন, ইএনটি: ২১ জন, পিএমআর: ২০ জন এবং সার্জারি: ৩২ জন। বড় অপারেশনের জন্য নির্বাচিত: ২ জন।অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, আল্ট্রাসাউন্ড: ২১ জন, ইসিজি: ১৭ জন, রক্ত পরীক্ষা: ৮৩ জন, ম্যালেরিয়া কিট: ২০ জন এবং ইউপিটি (গর্ভধারণ পরীক্ষা): ১৫ জন।

এই ধরনের পরবর্তী পেরিফেরাল স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির গুলি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, যার মূল লক্ষ্য "সবার জন্য স্বাস্থ্য"।

কংগ্রেসকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো : প্রতিটি জেলায় আদিবাসী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাহুলের নয়া উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় তাঁর পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস শুক্রবার এমনই একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওটিতে তিনি আদিবাসী নেতাদের গড়ে তোলার প্রয়াস এবং ডিজিটালাইজেশনের ফলে জমির মালিকানা হারানোর বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রায় ছয় মিনিটের ওই ভিডিওতে রাহুল গান্ধী বলেন, আমার আগ্রহ হল আদিবাসী নেতাদের গড়ে তোলা। আমরা চাই সক্রিয়, সৎ ও সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে আগ্রহী দলিত, ওবিসি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে আদিবাসী নেতারাও সামনে আসুন এবং জেলা সভাপতির পদে আসীন হোন।

তিনি জানান, আমরা গুজরাটে একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ শুরু করেছি যেখানে ৪১টি জেলার সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে আরও বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলবে এবং সময়ের সাথে পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সারা দেশে জেলা সভাপতিদের আরও ক্ষমতাবান করা হবে যাতে তারা দল পরিচালনা করতে পারে, কংগ্রেসের আদর্শ বজায় রাখতে পারে এবং নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। দল তাদের আর্থিক সহায়তাও দেবে।

তিনি স্পষ্টভাবে জানান, আমরা চাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ হোক আহমেদাবাদ বা বনাসকাঁঠার মতো জেলাগুলিতে দিল্লি নয়। রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা চাই প্রতিটি জেলায় ১০-১৫ জন আদিবাসী নেতাকে প্রস্তুত করা হোক, যারা মাটির সাথে যুক্ত, মানুষের সমস্যাকে বুঝতে পারেন এবং তাদের সমাধান দিতে পারেন।

ভিডিওতে তিনি আরও বলেন, জমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশনের ফলে বহু আদিবাসী তাদের জমির অধিকার হারিয়েছেন। এই সমস্যার মোকাবিলায় 'আদিবাসী আইন পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব ওঠে, যারা আদিবাসীদের জমির অধিকার নিয়ে আদালতে মামলা লড়বে। ২০০৬ সালের বন অধিকার আইন অনুযায়ী দেশে এখনও অনেক জায়গায় বন অধিকার কমিটি গঠন করা হয়নি, যা আদিবাসীদের অধিকার প্রয়োগে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সভায় ওই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির পক্ষে শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তদের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : শ্রীজগন্নাথের পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে দেশবাসী এবং বিদেশে থাকা ভক্তদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতির নেতৃত্ব দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উৎসব, যা মহামানব শ্রীজগন্নাথের রথে যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় আবেগ এবং আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস দ্বারা চিহ্নিত, সারা ভারতে এবং বিদেশে ভারতীয় দ্বারা গভীর ভক্তির সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে লিখেছেন, 'পবিত্র রথযাত্রার এই মহতী উপলক্ষে আমি ভারত এবং বিদেশে বসবাসকারী শ্রীজগন্নাথের ভক্তদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই পবিত্র যাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, বালভদ্র, দেবী সুভদ্রা এবং চক্ররাজ সুদর্শনের রথে আরাধনা করে এক ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। রথযাত্রার বিশেষত্ব হল, এই দেবতাদের মানবিক আধ্যাত্মিক খেলা। এই পবিত্র উপলক্ষে আমার প্রার্থনা শ্রীজগন্নাথের কাছে, যাতে বিশ্বের মধ্যে শান্তি, বন্ধুত্ব এবং মায়ার পরিবেশ বিরাজমান থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সকলের সুখ, সমৃদ্ধি এবং ভালো স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শ্রীজগন্নাথের পবিত্র রথযাত্রার মহৎ উপলক্ষে, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দেশের সকল নাগরিকদের প্রতি। এই বিশ্বাস এবং ভক্তির উৎসব সবার জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য এবং ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে আসুক। জয় শ্রীজগন্নাথ!'

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে যোগ দিয়ে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বিশেষভাবে গুজরাতে রথযাত্রার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা হল সনাতন সংস্কৃতির পবিত্র উৎসব, যা দেশের প্রতিটি কোণে ভক্তদের দ্বারা ভক্তির সঙ্গে উদযাপিত হয়। গুজরাতেও এই মহাপ্রভুর উৎসব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। আমি মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথজির কাছে সবার সুখী এবং সুস্থ জীবন, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করি।'

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, যিনি এসসিও মিটিংয়ের জন্য চীনে ছিলেন, তিনি সবাইকে সুখ, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন।

তিনি এক্সে লিখেছেন, 'শ্রীজগন্নাথজির পবিত্র রথযাত্রার মহৎ উপলক্ষে সবার জন্য শুভেচ্ছা। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ সবার উপর সুখ, সুস্বাস্থ্য, শান্তি এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করুন। সকল ভক্তের আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ যাত্রা কামনা করছি। জয় শ্রীজগন্নাথ!'

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রী নিতিন গড়করি তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'রথযাত্রার পবিত্র উপলক্ষে সবার জন্য উষ্ণ শুভেচ্ছা। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথজির আশীর্বাদ আপনার জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনুক। এই পবিত্র যাত্রা সকলকে একতা, ভক্তি গভীরীকরণ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করুক!'

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, যিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচারের জন্য বিখ্যাত, রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁর প্রার্থনা জানিয়েছেন।

তিনি এক্সে লিখেছেন, 'জয় শ্রীজগন্নাথ! শ্রীজগন্নাথের পবিত্র রথযাত্রার শুভ আরম্ভ উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! এই পবিত্র রথযাত্রা সকলের জীবনকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সেবা এবং সঙ্গতির সাথে পূর্ণ করুকএটাই আমার প্রার্থনা শ্রীজগন্নাথের কাছে।'

ওড়িশার পুরী এবং আহমেদাবাদ সহ বিভিন্ন শহরে রথযাত্রা, শ্রীজগন্নাথ, বালভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার বার্ষিক যাত্রাকে প্রদর্শন করে, যা জগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দির পর্যন্ত চলে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পুরাতন আগরতলা, তুলাকনা, জিরানিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, সরকারি মহাবিদ্যালয়ে বি. এ. প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যেই সকল ছাত্রছাত্রী যারা ইতিপূর্বে সমর্থ পোর্টালে ভর্তির জন্য অনলাইন ফরম ফিলাপ করেছিল এবং যাদের নাম মেজর সাবজেক্ট অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় মেধা তালিকায় ছিল, কিন্তু কোন কারণবশত: ভর্তি হতে পারেনি। তাদের আগামী ১লা জুলাই থেকে ২রা জুলাই ২০২৫, সময় সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে কলেজে সমস্ত ডকুমেনটস নিয়ে এসে ভর্তি হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে।

এই সুযোগ শুধুমাত্র তারাই গ্রহণ করতে পারবে যারা আগে এই কলেজে ভর্তির জন্য সমর্থ পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করেছিল ও যাদের নাম মেধা তালিকায় ছিল।

ধন্যবাদন্তে

ICA/D-479/25

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
পুরাতন আগরতলা সরকারি মহাবিদ্যাল
তুলাকোনা, জিরানিয়া
পশ্চিম ত্রিপুরা

PNIET No.: 13/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 25.06.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	27/EE/PWD/UDP/B/2025-26	Rs. 9,24,149.53	Rs. 18,483.00	60 Days	Up to 03.00 PM on 14.07.2025	At 04.00 P.M on 14.07.2025, if Possible.
2	28/EE/PWD/UDP/B/2025-26	Rs. 5,00,186.24	Rs. 10,004.00	60 Days		
3	29/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,24,984.54	Rs. 48,500.00	120 Days		
4	30/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,23,820.09	Rs. 48,476.00	90 Days		
5	31/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 23,75,099.58	Rs. 47,502.00	90 Days		
6	32/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,25,800.35	Rs. 48,516.00	90 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1221/25

(Er. H. Majumder) Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

কেন্দ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিজ ও কয়লা সম্ভাব্যতা উন্মুক্ত করতে পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে

গুয়াহাটি: ২৭ জুন : অসমের গুয়াহাটিতে আজ দ্বিতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খনি মন্ত্রীদের সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিজ ও কয়লার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী, কয়লা ও খনি প্রতিমন্ত্রী, এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা। অন্বেষণ কার্যক্রম, টেকসই খনির অনুশীলন এবং এই অঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রদর্শন করে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

মূল বক্তব্য প্রদান করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যে, রাজ্য ডিমা হাসাও জেলার উমরাঙ্গসো এলাকায় সাতটি চুনাপাথর ব্লকের নিলাম শুরু করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি ইতিমধ্যে নিলাম করা হয়েছে এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট জারি করা হয়েছে এবং বাকি দুটি ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে নিলামে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার এবং ভারতীয় খনি ব্যুরোর সহায়তায় ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই চুনাপাথর ব্লকগুলির মধ্যে অন্তত একটি চালু করা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০ শীর্ষ সম্মেলনের সময়, খনি ও খনিজ বিভাগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৪৬, ০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে ১৪ টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। তিনি আসামে অনুকূল কাজের পরিবেশের আশ্বাস দেন এবং ঘোষণা করেন যে রাজ্য মন্ত্রিসভা টেকসই খনন এবং ক্ষুদ্র খনিজগুলির অনুসন্ধানের জন্য অসম রাজ্য খনিজ ট্রাস্ট গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, অসম খনিজ নীতি রূপায়ণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এক মাসের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে তিনি শিক্ষা, পানীয় জল, স্যানিটেশন, মহিলা ও শিশুদের কল্যাণ, প্রবীণ নাগরিক এবং দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা ব. (পি.এম.কে.কে.কে.ওয়াই) আওতায় সম্প্রদায়-স্তরের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন। রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে ভারত সরকারের সহায়তায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলিকে সক্রিয়ভাবে খনিজ অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি ভারতের খনি ও জ্বালানি ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলি এখন অব্যবহৃত সম্পদকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় ক্ষমতায়নের চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করার দিকে মনোনিবেশ করছে। মন্ত্রী সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে রাজ্য-নির্দিষ্ট খনির কর্মপরিকল্পনা বিকাশের জন্য কেন্দ্রের পূর্ণ সহায়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত খনির অনুশীলনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সঙ্গে খনিজ উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

কয়লা ও খনি প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে তাঁর ভাষণে এই সম্মেলনকে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। অসম, মেঘালয় এবং সিকিম জুড়ে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর ও অক্সাইডের মজুতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, খনি থেকে কেবল কর্মসংস্থানই হয় না, আত্মনির্ভর ভারত গঠনেও সরাসরি অবদান রাখে। তিনি অসম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুতির প্রশংসা করেন।

কয়লা মন্ত্রকের সচিব বিক্রম দেব দত্ত তাঁর ভাষণে অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং সিকিম জুড়ে সমৃদ্ধ কয়লার ভাণ্ডারের কারণে ভারতের জ্বালানি সুরক্ষার জন্য উত্তর-পূর্বের কৌশলগত গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কয়লা ভাণ্ডার উচ্চ ক্যালোরিফিক মানের, কম ছাই এবং তুলনামূলকভাবে সালফারের পরিমাণ বেশি। তিনি বলেন, অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের অর্থায়নে প্রকল্পগুলির আওতায় ১০ শতাংশ তহবিল বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যযুক্ত অনুসন্ধান উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সচিব আরও জানান যে, এই অঞ্চলের পাঁচটি কয়লা ব্লক সফলভাবে নিলাম করা হয়েছে, যার বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন টন সম্মিলিত ক্ষমতা রয়েছে, যা প্রায় ১,৬৫০ জনের কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং রাজ্যগুলির জন্য বার্ষিক রাজস্ব দাঁড়াবে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। তিনি পুনরায় বলেন যে, এই অঞ্চলে মন্ত্রকের কয়লা উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্থায়িত্ব।

খনি মন্ত্রকের সচিব ভি এল কান্তা রাও বলেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩৬, ০০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা চিহ্নিত করেছে, যেখানে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, অসম এখন দৃঢ়ভাবে জাতীয় নিলামের মানচিত্রে প্রবেশ করেছে, যা খনিজ উন্নয়নের জন্য এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দেয়। তিনি খনিজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সহ অনুসন্ধান ও গবেষণার সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। উল্লেখযোগ্যভাবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্রাস্টের অধীনে অনুমোদিত ভারতের প্রথম এআই-সমর্থিত অনুসন্ধান প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি রয়েছে। সচিব সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে চ্যালেঞ্জিং ভূসংস্থান বিবেচনা করে সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধানের সুবিধার্থে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত ভূতাত্ত্বিকদের স্থায়িত্ব ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূতাত্ত্বিক সম্ভাবনা সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করা হয়, যার মধ্যে আটটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যের বিশাল অথচ অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা কৌশলগত অনুসন্ধান, গবেষণা, বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য রোডম্যাপ স্থাপন করেছে। ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স দ্বারা ভারতের উত্তর-পূর্বে খনন সম্পর্কিত নথিটিও প্রকাশ করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রক ভবিষ্যতের বিনিয়োগের জন্য ডিব্রুগড় (অসম), পূর্ব কামেং (অরুণাচল প্রদেশ), কামজং (মণিপুর), পূর্ব গারো (মেঘালয়), আইজল (মিজোরাম), ফেক (নাগাল্যান্ড), নামচি (সিকিম) এবং গোমতী (ত্রিপুরা)-কে নিয়ে নতুন জেলা সম্পদ মানচিত্র প্রকাশ করেছে। একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী একটি নতুন আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য উত্তর গুয়াহাটিতে ২বিঘা জমি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন। আঞ্চলিক উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য তিরাপ ও টিকোক কয়লা খনির সম্প্রসারণের জন্য কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যানের কাছে বরাদ্দ পত্রও হস্তান্তর করা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে অসমের খনি মন্ত্রী কৌশিক রাই, সিকিমের খনি মন্ত্রী পিন্টসো নামগিয়াল লেপচা, অরুণাচল প্রদেশের খনি মন্ত্রী ওয়াংকি লোয়াং, নাগাল্যান্ডের বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডব্লিউ চিঙ্গাং কোনিয়াক, মেঘালয়ের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ টি মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী দিনে অনুসন্ধান কার্যক্রম, সংস্কার, ইনসেনটিভ ,টেকসই কয়লা খনন, উত্তর-পূর্বে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা এবং খনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত অধিবেশনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের খনি ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা, রাজ্যের খনি মন্ত্রীদের বক্তৃতা এবং দায়িত্বশীল খনিজ উন্নয়নের জন্য সহযোগিতামূলক কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতের খনিজ নিলাম কাঠামো জোরালো গতি অর্জন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মোট ২৮৩টি খনিজ ব্লক নিলামে তুলেছে। এর মধ্যে ১৬১টি খনিজ ব্লক সফলভাবে নিলাম করা হয়েছে, যার ফলে মোট খনিজ ব্লকের সংখ্যা ৫১৫-এ পৌঁছেছে। এর মধ্যে রয়েছে অসমের পাঁচটি খনিজ ব্লক এবং অরুণাচল প্রদেশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ব্লক, যা এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশ ও কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। এই নিলামগুলি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ কৌশলে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে উত্তর-পূর্বের প্রস্তুতির উপর জোর দেয়, পাশাপাশি সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতামূলকতার প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিও প্রতিফলিত করে। এই সম্মেলনটি বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খনিজ ও কয়লা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের অক্টোবরে নাগাল্যান্ডে প্রথম উত্তর-পূর্ব ভূতত্ত্ব ও খনি মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE(PWD)/BLN/2025-26
DATED, 23-06-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 07-07-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIeT No.12/NIT/SE-III/R/2025-26	₹1,45,56,606.08	₹2,91,132.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class
2.	DNIeT No.19/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,20,649.85	₹48,413.00	90 (Ninety) days	
3.	DNIeT No.20/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,25,695.26	₹48,514.00	90 (Ninety) days	
4.	DNIeT No.21/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,25,550.52	₹48,511.00	90 (Ninety) days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 07-07-2025
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 07-07-2025
- Cost of Tender document: *.4,000/- for Sl. No.1 and .1,000/- for Sl. No.2 to 4.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
- For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C/1218/25

(Er. Litan Debnath) Executive Engineer,
Belonia Division, PWD (R&B)
Belonia, South Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 07/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2025-2, Dt 26.06.2025
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	27/EE/Divn.III/PWD (R&B)/2025-26.	₹22,96,600.00	₹ 45,932.00	90 Days	Up to 3.00 P.M. on 11.07.2025	At 4.00 P.M. on 11.07.2025 (if Possible)

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C 1212/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

কাজের সন্ধান

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ২৬৬ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ২৬৬ জন নিয়োগ হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, জাতীয় বীমা অর্থাৎ এন.আই.সি.এল-এ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ২৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, পিজি বা সিএ পাশ এবং অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান তারিখ ২০ জুলাই। কেন্দ্র-আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই সি এল বা ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ২৬৬টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি-দের জন্য ৪১টি, এসটিদের জন্য ১৯টি, ওবিসিদের জন্য ৭৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ২৬টি এবং অসংরক্ষিত ১০৪টি। এর মধ্যে আবার ৯টি পদ রয়েছে শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। সিএ বা অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান এবং ফেইজ-টু এর তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় **স্পেশাল এডুকেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টি.আর.বি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। * এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নরসেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, জিএনএম ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * তাপ বিদ্যুৎ নিগমে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ পরে সময়ে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্কে **কাউন্সেলর, ডিরেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এসবিআই-এর রিটায়ার্ড স্টাফ হতে হবে, বয়স ঃ ৬০-৬৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান অয়েলে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটি সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার এবং স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * সিআরপিএফ-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় নিগমে **এমটিএস, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েট, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * নীপকো-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ৩০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ, সিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিল/ মে-তে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে, লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। * রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-বিল্ডার্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ১৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যেতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল ইন্টার্ণস (প্রসার ভারতী),**
শূন্যপদ ঃ ৪২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কমিশনড অফিসার, গ্রাউন্ড স্টাফ (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২,৯৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ল্যাব টেকনেশিয়ান, রেডিওলজি টেকনোলজিস্ট, অপটোমেট্রিস্ট (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিসট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এডমিন অফিসার (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ২৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ১৪,৫৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৩ আগস্ট থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রোগ্রামার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (অর্থ দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, বিই, বিটেক পাশ থেকে এমএসসি পাশ হতে হবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার পদে ১৪,৫৮২ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৪,৫৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ঃ ৪ জুলাই। আগস্টে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। এককথায়, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দপ্তরগুলিতে কয়েক হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুন-তরুনীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা হবে তিনটি ধাপে। টায়ার-১-ও টায়ার-২তে থাকবে অবজেক্টিভ ম্যাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা অনলাইনে। টায়ার-৩-এর ক্ষেত্রে পদ অনুযায়ী পার্সোনালিটি টেস্ট/ ইন্টারভিউ। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি বা স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা নেওয়া হবে এপ্রিলে। এতে সফল হলে পরবর্তী সময়ে মেন পরীক্ষায় বসতে হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। শেষ তারিখ ৪ জুলাই। অনলাইনে করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি দিতে হবে ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি দেবেন অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ০১-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ইনস্পেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স/ সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেনটিভ অফিসার/ এগজামিনার/ ইনস্পেক্টর অফ পোস্টস / অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার/ ইনস্পেক্টর (সিবিএন), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অডিটর/ ইউডিসি/ ট্যাক্স অ্যাসিঃ এবং জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাউন্ট্যান্ট/ কম্পাইলার/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছর। অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছর। এছাড়া স্ট্যাটিস্টিকাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।। পদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ২৬ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ওবিসি হলে ১৩ এবং তফশিলি হলে ১৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়া গ্রুপ-সি পদের জন্য বিধবা/ বিবাহবিচ্ছিন্ন/ ডিভোর্সী মহিলারাও নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে কম্পাইলার পদের ক্ষেত্রে কম্পালসরি বা ইলেক্টিভ বিষয় হিসেবে ইকনোমিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স/ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর পদের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স/ ইকোনোমিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা কমার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ১টি বছরে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দক্ষতা থাকা চাই। ট্যাক্স অ্যাসিঃ পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ৮০০০ কম্পিউটার কি ডিপ্রেশনের গতি থাকা চাই।

কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপজোকের ব্যাপার রয়েছে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেন্টিভ অফিসার/ এগজামিনার) পদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি। তফশিলি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতার ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফশিলি উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেনঙ্গ দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চমশা ছাড়া/ চশমা সহ দূরের ক্ষেত্রে একচোখে ৬/৬ ও অন্য চেখে ৬/৯ । কাছের ক্ষেত্রে একচোখে ০.৬ এবং অন্য চোখে ০.৮ ।সব ক্ষেত্রেই মূল মাইনে পে লেভেল ৪ থেকে ৮ পর্যন্ত। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, রেলওয়ে, এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স) ক্ষেত্রে পে লেভেল ৮ (৪৭,৬০০ - ১,৫১,১০০ টাকা)। ইনস্পেক্টর (ইনকাম ট্যাক্স, প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এগজামিনার), অ্যাসিঃ আদার মিনিস্ট্রিজ। ডিপার্টমেন্টস অর্গানাইজেশন, অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৭ (৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা)। অ্যাসিস্ট্যান্ট আদার মিনিস্ট্রিজ/ ডিপার্টমেন্টস/ অর্গাইজেশনস/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই পোস্টস), ডিভিশনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।।, ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৬ (৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা)। অডিটরস, জনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৫ (২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা)।। ইউডিসি , ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) এবং কম্পাইলার পদের ৪ (২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা (কোড নং ৫৬০১)। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র কোথায় হবে তা জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিন। পরীক্ষা কম্পিউটার ভিত্তিক হবে। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টি টিউড, ৫০ নম্বরের ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। সব মিলিয়ে মোট ১০০টি প্রশ্নের জন্য ২০০ নম্বরের অনলাইনে পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে। সময় ২ ঘন্টা। সেখানেও প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েসভিত্তিক। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএসএস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট হবে এবং ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ডেটাএন্ট্রি স্কিল টেস্ট হবে ঘন্টায় ৮০০০ কী ডিপ্রেশন থাকতে হবে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও থাকবে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সইজ/ এগজামিনার/ প্রিভেন্টিভ অফিসার) পদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটা ও ৩০ মিনিটে ৮ কিমি সাইক্লিং। মহিলাদের ক্ষেত্রে ২০ মিনিটে ১ কিমি হাঁটা ও ২৫ মিনিটে ৩ কিমি সাইক্লিং।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ১৬ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ করে অর্থ দপ্তরের তত্বাবধানে প্রোগ্রামার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, বিই, বিটেক পাশ থেকে এমএসসি পাশ হতে হবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের তত্বাবধানে প্রোগ্রামার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১৭/২০২৫। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৫ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ১৭/২০২৫, তারিখ - ১৬ মে, ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। শূণ্যপদগুলো হল —

আইটেম নং (০১) ঃ পদের নাম - প্রোগ্রামার ঃ শূন্যপদ ৮টি। এর মধ্যে ৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ৩টি পদের মধ্যে ১টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ৪টি পদের মধ্যেও ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে বিই, বিটেক পাশ। নির্দিষ্ট বিষয়ে ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। আইটেম নং (০২) ঃ পদের নাম - টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ৮টি। এর মধ্যে ৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ৩টি পদের মধ্যে ১টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ৪টি পদের মধ্যেও ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রূপ-সি, নন-গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের ট্রেজারিজ এন্ড একাউন্টস ডাইরেক্টোরেটের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা পর্ষদ থেকে গণিত, ফিজিক্স সহ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। ১ বছরের ডিসিএ পাশ হতে হবে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১০ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উধর্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৯০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণ। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

বাঘিনী ও ৪ বাচ্চার মৃত্যু: তদন্তে কর্ণাটক প্রশাসন

বেঙ্গালুরু , ২৭ জুন : কর্ণাটকের চামরাজনার জেলার মেলে মহাদেবশ্বর হিলস ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারিতে এক বাঘিনী এবং তার চারটি বাচ্চার মৃত্যুর ঘটনায় বন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে অভিযান শুরু করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনায় জানা গেছে, বাঘিনী ও তার চারটি বাচ্চার মৃত্যু অস্বাভাবিক, যা বিষক্রিয়ার কারণে হতে পারে। এই ঘটনাটি বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসে। প্রথমে খবর ছিল যে বাঘিনী ও তিনটি বাচ্চা মারা গেছে, তবে পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে বাঘিনী এবং চারটি বাচ্চাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মারা গেছে।

বাঘিনী এবং তার তিনটি বাচ্চার মরদেহ মীন্যম বনাঞ্চলে, হুগ্যম রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া গেছে। সূত্রের খবর, বাঘিনী একটি গরু শিকার করে সেটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল। বাঘিনী ও তার তিনটি বাচ্চা মাংসের কিছু অংশ খেয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা গরুর লাশ পেয়ে সেটি বিষক্রিয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত করে থাকতে পারে। বাঘিনী এবং বাচ্চারা ওই বিষাক্ত মাংস খেয়ে মারা গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার পর পশু চিকিৎসকরা শুক্রবার বাচ্চাদের পোস্টমর্টেম করেছেন। বাঘিনীর পোস্টমর্টেম একদিন আগে সম্পন্ন হয়েছে। সব কার্যক্রম জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। কর্ণাটক বন বিভাগ গরুটির মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং মালিক সনাক্ত করার চেষ্টা করছে। প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহ করা হচ্ছে স্থানীয় গবাদি পশুর মালিকরা গরুর লাশ বিষক্রিয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত করেছে।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "মেলে মহাদেবশ্বরের পবিত্র পাহাড়ে, যেখানে বাঘকে লর্ড মহাদেবশ্বরের পবিত্র বাহন হিসেবে পূজা করা হয়, এমন পাঁচটি বাঘের মৃত্যু অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনুতাপজনক।"

তিনি বলেন, "যদি বিষক্রিয়া এ মৃত্যুর কারণ হয়, তবে এটি একটি সর্বোচ্চ দমনীয় অপরাধ। তদন্তকারীদের দ্রুত সত্য উদঘাটন করে দোষীদের বিচার করার আহ্বান জানাই।"

বিজয়েন্দ্র আরও বলেন, "মানব সভ্যতার টিকে থাকার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বনাঞ্চলের আশেপাশের মানুষের মাঝে বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো উচিত। সরকারকে ব্যাপক সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করে বন্যপ্রাণীকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।"

তিনি বাঘ সংরক্ষণে সরকারের বিশেষ মনোযোগ কামনা করে বলেন, "বাঘ সংরক্ষণ সকলের দায়িত্ব। সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।"

বন, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র মন্ত্রী এশ্বর খন্দ্রে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, "করুণাটক বাঘ সংখ্যায় দেশের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, ৫৬৩ টি বাঘ আছে। এমন সংরক্ষণ সচেতন রাজ্যে বাঘিনী ও তার তিনটি বাচ্চার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক।"

মেলে মহাদেবশ্বর হিলস ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি ৯০৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে বাঘ, হাতি, চিতা সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর বাস।

অকালি নেতা মজিথিয়ার ৫৪০ কোটি টাকার ড্রাগ টাকা নয়ছয়ের মামলায় তদন্তে যোগ দিবেন প্রাক্তন ডিজিপি

চণ্ডীগড়, ২৭ জুন: শিরোমণি অকালি দল নেতার বিরুদ্ধে ৫৪০ কোটি টাকার বেশি ড্রাগ মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতারের বড় ধাক্কায় তদন্তকারী সংস্থা শুক্রবার জানিয়েছে, প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় এই মামলার তদন্তে যোগ দেবেন।

ভিজিল্যান্স ব্যুরো জানিয়েছে, সাবেক ডিজিপি চট্টোপাধ্যায়কে মজিথিয়ার বিরুদ্ধে চলমান তদন্তে অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হয়েছে। তিনি ডিজিপি থাকার সময়ই মজিথিয়ার বিরুদ্ধে মাদক মামলাটি তদন্ত করছিলেন।

ভিজিল্যান্স ব্যুরোর বক্তব্য, 'প্রাক্তন ডিজিপি চট্টোপাধ্যায় মজিথিয়ার মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে পারেন। তিনি আজ দুপুর ২টায় আধিকারিকদের সামনে সাক্ষ্য দেবেন।'

চট্টোপাধ্যায়কে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দ্বারা নিযুক্ত বিশেষ তদন্ত দলের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে, সুপ্রিম কোর্টের একটি কমিটি, যা প্রাক্তন বিচারক ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে গঠিত, জানিয়েছে যে তিনি জানুয়ারি ২০২২-তে ফিরোজপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা লঙ্ঘনের দায়ী।

গত বছর পাঞ্জাব সরকার তার বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, যিনি ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধান থাকাকালীন এক ধর্ষণ মামলার আসামীকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, যিনি তখন গুমনাম আসামী ঘোষণা হয়েছিলেন। সাত বছর আগে, চট্টোপাধ্যায় তার "ব্যক্তিগত ক্ষমতায়" হাইকোর্ট মনিটরড মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত তদন্তে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু ২০২৩ সালে হাইকোর্ট সেটি বাতিল করে।

প্রাক্তন আইপিএস অফিসার চট্টোপাধ্যায় ৩১ মার্চ ২০২৩-এ অবসরগ্রহণ করেন।

বুধবার, ভিজিল্যান্স ব্যুরো আমৃতসরের একটি এলিট এলাকায় মজিথিয়ার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি ৫৪০ কোটি টাকার বেশি ড্রাগ মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হন। বৃহস্পতিবার একটি ট্রায়াল কোর্ট তাঁকে সাত দিনের কাস্টডিতে পাঠায়।

২০২১ সালের একটি এফআইআর অনুসন্ধানে পুলিশের এসআইটি ও ভিজিল্যান্স ব্যুরোর তদন্তে মজিথিয়ার মাধ্যমে ড্রাগ মানির ব্যাপক লন্ডারিংয়ের তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মজিথিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৬১ কোটি টাকার অডিটবিহীন নগদ জমা হয়েছে, ১৪১ কোটি টাকা সন্দেহভাজন বিদেশি সংস্থার মাধ্যমে চালানো হয়েছে, এবং আর্থিক বিবরণীতে ২৩৬ কোটি টাকার অজানা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই জমা হয়েছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, মজিথিয়া বেআইনি উৎস ছাড়া চলাচলযোগ্য এবং অচল সম্পদ অর্জন করেছেন।

ভিজিল্যান্স ব্যুরোর এক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এসআইটি -এর রিপোর্টের ভিত্তিতে এনডিপিএস আইনের ২৫, ২৭-এ এবং ২৯ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেখানে মজিথিয়ার ব্যাপক ড্রাগ মানি লন্ডারিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই আর্থিক লেনদেনগুলি তদন্তাধীন রয়েছে এবং তথ্য পরিষ্কার দেখাচ্ছে যে, এই অর্থগুলি মাদক ব্যবসায় থেকে আসে এবং মজিথিয়ার প্রভাব ব্যবহার করে সারা ইন্ডাস্ট্রিজে ঢুকানো হয়েছে।

মুখপাত্র জানান, এখন পর্যন্ত ৫৪০ কোটি টাকার বেশি অবৈধ মাদক অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে, যা মজিথিয়ার রাজনৈতিক ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

উদ্ধব, রাজ একত্রে হিন্দি ভাষাকে চাপানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেবেন, জানালেন সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৭ জুন: বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠাকরে ভাইয়েরা, শিব সেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) প্রতিষ্ঠাতা রাজ ঠাকরে, একত্রে হিন্দি ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে চাপানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেবেন। এই আন্দোলন হবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির মারাঠি এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে হিন্দি ভাষার বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং মারাঠি ভাষার রক্ষার জন্য।

জুলাই ৫ এবং ৭ তারিখে এই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে দুটি আলাদা মিছিলের ঘোষণা হওয়ার পর, শুক্রবার শিব সেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, "এটি একটি একক এবং ঐক্যবদ্ধ মিছিল হবে, যেখানে মহারাষ্ট্রের স্কুলগুলিতে হিন্দি ভাষা চাপানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। ঠাকরে পরিবার হচ্ছে ব্র্যান্ড।"এদিকে, এমএনএস নেতা সন্দীপ দেশপান্ডেও হিন্দির চাপানোর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়াই করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, "মারাঠি জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দেখানো জরুরি। রাজ ঠাকরে গতকাল আবেদন করেছিলেন এবং তার আবেদনকে সব পক্ষ থেকে সাড়া মিলেছে। তারা মারাঠি ভাষাকে শ্বাসরোধ করতে চাচ্ছে এবং হিন্দি ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। "মারাঠি জনগণের একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো দরকার। মারাঠি ভাষা কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। এখানে বড় বা ছোট কিছু নেই, সবাই একত্রিত হওয়া উচিত। রাজ ঠাকরে এ বিষয়ে ইতিবাচক, আমরা সবাই ইতিবাচক। মিছিলটি ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে," তিনি আরও বলেন।

এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ঠাকরে ভাইদের মধ্যে চলমান সমঝোতার কথোপকথনের আগে এসেছে, যা আগামী ব্রিহন্মুম্বই পুরনিগম নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে হতে পারে। ঠাকরে পরিবারের সদস্যরা মারাঠি ভাষাভাষী মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিতভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে এবং মারাঠিকে একটি 'ক্লাসিক্যাল ভাষা' হিসেবে রক্ষা করার দাবি তুলছে।

সঞ্জয় রাউত এবং সন্দীপ দেশপান্ডের বক্তব্য এসেছে, এক দিন পর, যখন উদ্ধব ঠাকরে তাঁর দলের সমর্থন ও অংশগ্রহণের ঘোষণা করেছিলেন ৭ জুলাই মুম্বইতে 'ত্রিভাষা সূত্র' (তিন ভাষার ফর্মুলা) মুম্বই সমন্বয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত মিছিলে। রাজ ঠাকরে প্রথমে ৬ জুলাই মুম্বইয়ে মিছিলের ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু পরে তার তারিখ পরিবর্তন করে ৫ জুলাই করেছেন এবং সকল রাজনৈতিক দল, মারাঠি জনগণ, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, গণমাধ্যমকে এতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন যে, তাঁর দল রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির মারাঠি এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে হিন্দি ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ মেনে নেবে না এবং নাগরিকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "আমরা হিন্দির বিরুদ্ধে এবং তার চাপানোর বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা করেছি। কতগুলি রাজ্যে তিন ভাষা ফর্মুলা বাস্তবায়িত হচ্ছে? কেন রাজ্য সরকার হিন্দি চাপানোর চেষ্টা করছে? কেন আমাদের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর মানে হলো তারা একক আধিপত্য তৈরি করতে চাচ্ছে। বিজেপি জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আগে এই বিষয়ে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন," উদ্ধব ঠাকরে পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি মহারাষ্ট্রে হিন্দির চাপানো মেনে নেবেন না।

"আমরা ভাষার বিরুদ্ধে নই, তার চাপানোর বিরুদ্ধে। এই উদ্যোগে একটি গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। আমি সমস্ত মারাঠি জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি এই লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য," তিনি বলেন।

দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট করার

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রথের দড়ি টেনে সবার মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মহাপ্রভু জগন্নাথের মহা রথ যাত্রার শুভ তিথিতে ভক্তি, প্রেম ও আনন্দে মত্ত সারা বিশ্ব। এই ঐশ্বরিক পরিদর্শন সেবা, উত্তর্জন এবং ঐক্যের বার্তা নিয়ে আসে। রথ টানার সৌভাগ্য আবেগপ্রবণ করে দেয় সকল ভক্তের মন।

তাঁর কথায়, ভারতীয়দের মনে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিতে ভরপুর। বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট এবং মোঘল সহ মুসলিম শাসকরা কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

আদর্শ যুব সংস্থার রথযাত্রা শেষে তিনি পৌঁছে যান বামুটিয়ায়। সেখানে গৌর নিতাই সংঘের রথযাত্রা মহোৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বামুটিয়া বিধানসভার রাঙ্গুটিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবামৃত সংঘ(ইসকনের) গৌর নিতাই সংঘ আয়োজিত রথ যাত্রা উৎসবের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক,প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস,বিজেপি বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, বড়জলা মণ্ডল সভাপতি রাজিব সাহা, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ সহ স্থানীয় ধর্মপ্রাণ সনাতনী জনগণ।এই সময় গৌর নিতাই সংঘের রথ যাত্রা মহোৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন।

পাশপাশি ফিতা কেটে নব নির্মিত রথের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ উপস্থিত অতিথিরা। এই রথযাত্রা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব স্থানীয় জনগণকে রথ যাত্রার শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন আমাদের একটা কৃষ্টি সংস্কৃতির সংস্কার রয়েছে। এগুলিকে শেষ করার প্রচেষ্টা করেছে সিপিআইএম মোঘল, মুসলিম শাসকরা। কিন্তু তারপরেও আজ রথ যাত্রা হচ্ছে। ধীরে ধীরে কৃষ্টি সংস্কৃতি ভারতীয় পরম্পরা সুদৃঢ় ইসকনের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে এটাই আমাদের শক্তি যোগায়।

আমাদের মন খারাপ হলে আমার মা বাবার কাছে যাই, তখন সমস্যার সমাধান না হলে যার যার পছন্দের মন্দিরে দেবতার কাছে যাই, কারণ প্রত্যেক ভারতীয় মনের কোনো এক কোণে এই কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে। তিনি আরো বলেন ইংরেজরা কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা মানে না বুঝে না,অথিতি দেবভব ভারতবর্ষ ছাড়া দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করছেন।

তারপরে তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারের বাইখোড়ার ইসকন মন্দিরে উপস্থিত হন। সেখানেও শান্তির বাজারে ঐতিহ্যবাহী বাইখোরা ইসকন মন্দিরের রথ যাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন। সেখানেও রথের দড়িতে টান দিয়ে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

PNIe-T No:- 09/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26

e-Tender in Single bid system are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 37/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 23,62,408.00	₹ 47,248.00	Upto 3.00 P.M on 16.07.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 16.07.2025 if possible
2	DNIeT No. : 38/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 22,12,724.00	₹ 44,254.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/eedwssbm@gmail.com

ICA/C-1227/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. B. D Barma) Executive Engineer DWS Division, Sabroom

South Tripura District

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

● প্রথম পাতার পর

ভয়াবহ আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে সারা রাজ্যে। পুলিশ প্রশাসন হয়ে পড়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ভেঙ্গে পড়ে আইনের শাসন। নূতন সরকারকে ঘিরে রাজ্যবাসী- যে স্বপ্ন দেখেছিল অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর কথায়, বিগত দিনে মুখ্যমন্ত্রীকে তার পদ থেকে অপসারন করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপনার হাতে অর্পন করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার। এতে রাজ্য বাসীর মনে আবার আশার কিরণের সঞ্চার হয়। তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করে এবার হয়তো রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, তৈরি হবে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ। কিন্তু রাজ্য বিধান সভার কয়েকটি আসনের উপনির্বাচনে শাসকদল আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা যে ভাবে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় তাতে রাজ্যবাসীর আবারও আশাভঙ্গ হল, আপনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়েও সেই সমাজদ্রোহীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। আপনার কথিত সুশাসন, অপরাধীদের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা শুধুমাত্র সরকারী প্রচার পত্র আর ভাষনে আটকা পড়ে গেল, বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিধায়ক ও সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের কমিটির কার্যকরী কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মনের সরকারী বাসভবনে শাসক দল আশ্রিত সমাজদ্রোহীদের আক্রমনের ঘটনা তার জলন্ত উদাহরণ। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতিতে প্রাক্তনের উস্কানি মূলক বক্তব্য অনুঘটকের কাজ করে চলেছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের বর্তমান অবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনে কলঙ্ক লেপনের ঘৃণ্য প্রয়াস হতে পারে। তাই রাজ্যবাসীর স্বার্থে কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যে এক সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে

● প্রথম পাতার পর

ওই গৃহবধূর। গৃহবধূর নিকট আত্মীয়দের অভিযোগ আরজিএম হাসপাতালে চরম চিকিৎসা গাফিলতির কারণে মৃত্যু ঘটেছে ওই গৃহবধুর। কিন্তু জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি ওই গৃহবধূকে। পাশাপাশি বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা। উনারা জানান কৈলাসহরের স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই খারাপ। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে স্টোভের সামনে বৃদ্ধার দগ্ধ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। দমকলকর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যে বেকারত্বের

● প্রথম পাতার পর

মানুষের সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ সালে জাতীয় হারের থেকেও রাজ্যে বেকারত্বের হার বেশি ছিল। যেখানে ২০১৮-১৯ সালে জাতীয় হার ৫.৮ শতাংশ সেখানে রাজ্যে বেকারদের হার ছিল ১০ শতাংশ। কমতে কমতে রাজ্যে ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যের বেকারত্বের হার নেমে আসে মাত্র ১.৭শতাংশে। যা জাতীয় বেকারত্বের হার ৩.২ শতাংশের কম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য হল উন্নত ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। তাই তিনি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মেধার পাশাপাশি দক্ষতার উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় এটাই প্রধানমন্ত্রী করে দেখিয়েছেন। রাজ্যেও উন্নয়নের ধারা চলছে ২০১৮ সাল থেকে। রাজ্যে উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে কেবিনেট পর্যন্ত ই-অফিস চালু হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে। গত ৬ মাসে উন্নয়নের স্বার্থে ৬৩৮ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর এবং উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে পিছিয়ে পড়তে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউটরের প্রতি যাতে বেশি নির্ভিরশীল হতে না হয় সেজন্য মহকুমা স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের যুব সমাজকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য দেশে চালু করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। ত্রিপুরা দেশের মধ্যে তৃতীয় রাজ্য হিসেবে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে যা আমাদের সবার কাছে গর্বের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন অনেক ভাল। মহিলাদের সুরক্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নতুন মহিলা থানা খোলা হয়েছে। নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে এবং এইডস প্রতিরোধে সমাজের সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিব অঞ্জন দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন দাস প্রমুখ।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি নির্বাচন ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

১২টা প্রদেশ বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। ওই দিনেই দুপুর ২টা থেকে মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। ২৯ জুন ১টা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপরেই ওইদিনই ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে। ওই নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৯৭ জন।

আমেদাবাদে রথ যাত্রায়

● প্রথম পাতার পর

চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, আহমেদাবাদের রথযাত্রা শহরের অন্যতম বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে এই উৎসবে এবং জনসমাগম ও শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে থাকে হাতি ও রথের সুবিন্যস্ত পরিচালনাও।

৭ বছরে রাজ্যে ৭৩

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়। ক্যুইন প্রজাতির আনারস পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এবং সিপাহীজলায় বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়। বিগত সরকারের সময়কালে রাজ্যের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত আনারসের সঠিক মূল্য পেতো না। বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষকদের তাদের উৎপাদিত আনারসের সঠিক মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কৃষকদের উৎপাদিত আনারস যাতে সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠে তারজন্য দিল্লিতে, ইন্দোরে, বেণারসে ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের ক্যুইন আনারস দেশ বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে ক্যুইন আনারসকে রাজ্যিক ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত গত ৭ বছরে ৭৩ মেট্রিকটনের বেশি আনারস দুবাই, ওমান, কাতার, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ হাজার মেট্রিকটন আনারস দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। ক্যুইন আনারস জি.আই ট্যাগ লাভ করায় বাজারজাতকরণের সুবিধা হয়েছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্যুইন আনারসকে গ্লোবাল ব্র্যান্ড বানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য রাজ্য সরকার ১৩২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প শুরু করার চিন্তাভাবনা করছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিগত ৭ বছরে রাজ্যের কৃষি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্য সরকার কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে নানা সহায়তা প্রদান করছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার সবসময় তাদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ড. শৈলেশ কুমার যাদব, বিশ্বব্যাঙ্কের সিনিয়র এগ্রি বিজনেস স্পেশালিস্ট রাজ গাঙ্গুলি, নানসেই ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস ইন্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অদ্বৈত কুলকার্নি, গ্রো ইন্ডিয়া ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কো-ফাউন্ডার নরেশ গজবিয়ে প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর টেকনিক্যাল সেশনে আনারসের উৎপাদন, রপ্তানি ইত্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন।

লাখো জনতার

● প্রথম পাতার পর

দাওয়ার দোকান থেকে শুরু করে হরেক রকমের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। এবং ভক্তদের মধ্যেও ব্যাপক আনন্দ দেখা যায়।

এদিকে, সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মেলাঘরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসব গতকাল থেকে মেলাঘর জগন্নাথবাড়িস্থিত রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন মঞ্চে শুরু হয়েছে। তা চলবে আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত। বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ বলেন, মেলা মানে মিলন। এর মাধ্যমে এরাজ্যের মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ অটুট রয়েছে। তিনি বলেন, এখানকার ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি রয়েছে। আগামী দিনে এই রথযাত্রা উৎসবকে আরও সর্ববৃহৎ আকারে প্রচার ও প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি সেই সুনাম জারি রাখতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন বলেন, রথযাত্রা উৎসবের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন তথা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি অনামিকা ঘোষ পাল রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উপেন্দ্র জমাতিয়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। ৯ দিনব্যাপী রথযাত্রা উৎসবের প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

রথযাত্রার উৎসব হিন্দু বাঙ্গালীদের অন্যতম উৎসব। বিভিন্ন বড় বড় দেব মন্দির ছাড়াও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট রথ নিয়ে শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্রই রথযাত্রা উৎসবের দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ছোট ছোট রথ নিয়ে রথের দড়ি টেনে চলতে দেখা গেছে। এসব ছোট রথের দড়ি টানতে বাড়ি ঘর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রচারিত ধারণা হলো রথের দড়িতে টান দিলে পূণ্য অর্জন হয়। সেজন্যই আজ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় ছোট ছোট শিশুরা রথ নিয়ে বের হয়েছে। নিজ বাড়ি থেকে জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তগণ উৎসাহের সঙ্গে রথের দড়ি টান দিচ্ছে।এবং জগন্নাথের নিকট মঙ্গল কামনা করেন। এই ছোট ছোট রথগুলো ভক্ত প্রাণ মানুষের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

অপরদিকে, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল, করতালের গর্জনে মুখরিত হয়ে উঠল মেলাঘরের জগন্নাথ বাড়ি। হাজারো ভক্তের টানে সোনামুড়ার ঐতিহ্যবাহী রথে চড়ে মাসির বাড়ি গেলেন জগবন্ধু জগন্নাথ, সহোদর বলরাম ও সুভদ্রা।

প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রথযাত্রা উপলক্ষে সোনামুড়া মহকুমার নানা প্রান্ত থেকে ভক্তদের ঢল নামে মেলাঘরে। বিকেল সাড়ে তিনটায় রথের রশিতে প্রথম টান পড়ে। এই পুণ্য উৎসবে রথের দড়িতে টান দেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল ও তাঁর মা।

আগামী সাতদিন গন্ডীচা মন্দিরে অবস্থান করবেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তারপর উল্টো রথে ফিরবেন আপন ভুবনে।

অপরদিকে, প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে শুক্রবার তেলিয়ামুড়াতে টং ঘরের আদলে নির্মিত রথ নিয়ে পালিত হলো জগন্নাথের রথযাত্রার উৎসব শ্রী শ্রী চৈতন্য আশ্রমে। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পালিত হলো ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা তেলিয়ামুড়া চৈতন্য আশ্রমে। ভক্ত দের উপস্থিতিতে চৈতন্য আশ্রমের প্রাঙ্গণ থেকে কীর্তন করে শুরু করে রথযাত্রা উৎসব।আশ্রম চত্বরে বিশেষভাবে সজ্জিত হয় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর রথ। দুপুর থেকেই ভক্তরা রথ টানার জন্য আশ্রম প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। ধর্মীয় আচরণ ও পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় রথযাত্রা। পরে তেলিয়ামুড়া শহর পরিক্রমা করে শিববাড়ি স্থিত জগন্নাথ ফিরে যান মাসীর বাড়িতে। ওখানে সাত দিন থেকে পুনরায় চৈতন্য ফিরে আসবেন। পাশাপাশি ভক্তদের বিতরণ করা হয় প্রসাদ। শুধু চৈতন্য আশ্রমই নয়, রাজনগর, গৌরাঙ্গটিলা, করইলং, ইচারবিল, গামাই বাড়ি কালিটিলা ইত্যাদি এলাকা থেকেও ছোট ছোট রথ বের হয়ে অলিগলি পথ পরিক্রমা করে।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া চৈতন্য আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রামানন্দ গোস্বামী জানান,,, প্রতি বছর এই রথযাত্রা উৎসব"কে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসব শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, এটি এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এটাও জানিয়েছেন, আমরা জানি যে জগন্নাথ দেব ৭ দিনের জন্য মাসির বাড়িতে যান। তা প্রকৃতপক্ষে সাত(৭) দিনের না। যেতে একদিন এবং ফিরতে একদিন, মোট নয়(৯)দিন। আর জগন্নাথ দেব মাসির বাড়িতে নন,,,পৌরানিক শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে যে, জগন্নাথ দেব নয়(৯) দিনের জন্য গণ্ডি চামুন্ডিতে যান।

এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে এ রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা হয়েছিল বিগত কিছু বছর আগে কুমারঘাটে। তার জন্য তেলিয়ামুড়া"তে শুক্রবার বিদ্যুৎ দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬ঃ৩০ পর্যন্ত বন্ধ রাখা নির্দেশ দিয়েছে মহকুমা প্রশাসন। যাতে কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সবমিলিয়ে এ রথযাত্রাই আনন্দে মেতে উঠলো তেলিয়ামুড়া জনগণ।

কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন, স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ জাতীয় মহিলা কমিশনের

কলকাতা, ২৭ জুন : এক তরুণীকে দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রখ্যাত আইন কলেজের ভিতরে ধর্ষণের অভিযোগে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছেন, পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। অভিযোগকারী তরুণী এবং দুই অভিযুক্তই দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের (নিউ ক্যাম্পাস) শিক্ষার্থী, আর তৃতীয় অভিযুক্ত একজন প্রাক্তন ছাত্র।

নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কলেজেরই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে এক জন ল'কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং কর্মী। বাকি দু'জন কলেজের বর্তমান পড়ুয়া। বুধবার, ২৫ জুন এই ঘটনার পর নির্যাতিতা তরুণী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় পার্ক সার্কাসের কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই গ্রেফতার করা হয়। এক জনকে মধ্যরাতে ধরে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার আলিপুরের আদালতে হাজির করানো হবে।

পুলিশের তরফে অভিযুক্তদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। সূত্রের খবর, তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই ল'কলেজের সঙ্গে যুক্ত। এই তিন অভিযুক্তের মধ্যে এক জন কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে তরুণীকে ধর্ষণ করেন। ২৫ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টা ৫০ মিনিটের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তদের 'জে', 'এম' এবং 'পি' নামে চিহ্নিত করেছে পুলিশ।অভিযোগ পাওয়ার পর তরুণীর শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। সাক্ষীদের বয়ানও রেকর্ড করে পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয় এবং বর্তমানে তা ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, এফআইআরে নাম থাকা দু'জনকে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়। তালবাগান ক্রসিংয়ের কাছে সিদ্ধার্থশঙ্কর শিশু রায় উদ্যানের সামনে থেকে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে এক জনকে এবং ৭টা ৩৫ মিনিটে এক জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় তৃতীয় অভিযুক্তকে। তিন জনের কাছ থেকেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মোবাইল ফোন। তাঁদের শুক্রবার আদালতে হাজির করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে চাইবে পুলিশ।

পুলিশ বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণীর গোপন বিবৃতি আদালতের বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেকর্ড করছে। এছাড়া আইন কলেজের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে অপরাধের স্থানেও ক্যামেরা ছিল। পুলিশ কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং নিরাপত্তাকর্মীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

এ ঘটনাটি শহরের মধ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠিয়েছে, বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এমন ঘটনা ঘটার পর ।বিরোধী দলের নেতা সুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন, "কলকাতা ও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। এবার মমতা ব্যানার্জি তত্ত্ব দেবেন 'ভালোবাসার সম্পর্ক' কিংবা ঘটনাটিকে 'সামান্য ঘটনা' হিসেবে উপস্থাপন করবেন। পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী এক মিনিটও তাঁর পদে থাকার অধিকার হারিয়েছেন। এটা একটি বড় ঘটনা, এবং আমরা এর শেষ পর্যন্ত বিচার চাই।"

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, যিনি বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘায় রথযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছেন।

এদিকে, কসবার আইন কলেজের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই বিবৃতি জারি করে মহিলা কমিশন। তারা জানিয়েছে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রহাটকর এ ব্যাপারে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরাম সরকার ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে ই-অফিস সিস্টেম চালু

আইজল, ২৭ জুন: মিজোরাম সরকার ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং সরকারি কাজকর্মকে সহজতর করতে ই-অফিস সিস্টেম চালু করেছে। রাজ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রী ড. ভানলালথলানা জানান, ১৮ এপ্রিল রাজ্য সচিবালয়ে এই ই-অফিস সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

তিনি জানান, প্রথমে এটি চারটি বিভাগের মধ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছিল, যার মধ্যে স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি রাজ্য সচিবালয়ের ৪১টি বিভাগের এবং মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভানলালথলানা আরও জানান, ভবিষ্যতে ডিরেক্টরেট এবং জেলা অফিসগুলিতেও ই-অফিস সিস্টেম চালু করা হবে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এই সিস্টেম চালুর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ ১.৯৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকারের ই-অফিস চালু করার জন্য, যা 'স্টেট কলাবোরেটিভ ইনিশিয়েটিভ স্কিম' এর আওতায় করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, এখন পর্যন্ত ৬,৪৯২টি ফাইল ই-অফিস সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষা বাধ্যতামূলক : মুখ্যমন্ত্রী আশিষ শেলারের

মুম্বাই, ২৭ জুন: মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষা বাধ্যতামূলক, হিন্দি ঐচ্ছিক এবং এটি বিজেপির কারণেই মারাঠি ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আজ এমনটাই বললেন মুম্বাই বিজেপির সভাপতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আশিষ শেলার।

তিনি শিব সেনা এর সাংসদ সঞ্জয় রাউতের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, ১ থেকে ৫ শ্রেণির মারাঠি ও ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দির বাধ্যতামূলকতার বিরুদ্ধে উধব ঠাকরে এবং রাজ ঠাকরে একত্রে একটি মোরচায় অংশগ্রহণ করবেন। শেলার বলেন, "প্রতিটি মানুষের গণতন্ত্রে মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত মোরচা পরিচালনার জন্য অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত, ভুল বোঝাবুঝিতে পা দেবেন না।"

তিনি আরও বলেন, "মারাঠি জনগণের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট। এই রাজ্যে মারাঠি আনিবার্য। বিজেপি মারাঠি ভাষার দৃঢ় সমর্থক এবং এটি নিশ্চিত করতে চায় যে মারাঠি ভাষা সম্মানিত হয়। বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যই মারাঠি ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। হিন্দি একটি ঐচ্ছিক ভাষা। কেউই অযাচিত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রচার করবেন না। যা সঠিক তা জনগণের কাছে তুলে ধরা উচিত। মারাঠি ভাষা আনিবার্য, হিন্দি ভাষা ঐচ্ছিক।"

শেলার উধব ঠাকরের হিন্দি বিরোধী অবস্থানকে লক্ষ্য করে বলেন, "জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২২ অনুযায়ী ত্রিভাষী নীতি চালু করার সময় এটি উধব ঠাকরের সরকারে ছিল।"

"উধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন সরকার হিন্দির উপর তৎকালীন বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেছিল," শেলার বলেন।

তিনি আরও বলেন, "আমরা রাজ ঠাকরের দলকেও বলছি যে, কংগ্রেস তখন ত্রিভাষী নীতি অনুযায়ী হিন্দি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শারদ পাওয়ার, যাঁর দল উধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন সরকারের অংশ ছিল, সেই সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেছিলেন।"

রাজ্য বিজেপির মিডিয়া প্রধান নবানাথ বানও উধব ঠাকরের হিন্দি বিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেন, বলেন, "যখন তিনি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি 'এনইপি ' টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।"

"সে রিপোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে, ত্রিভাষী নীতি প্রথম শ্রেণী থেকে চালু করা উচিত এবং হিন্দিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে শেখানো উচিত, যা মেনে নেওয়া হয়েছিল। তাহলে এখন কেন উধব গোষ্ঠী একই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে? এটা কি মিথ্যাচার নয়, যে সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই নিয়েছিলেন, তা নিয়ে এখন কেন এত শোক প্রকাশ করছেন?" তিনি প্রশ্ন তোলেন।

"এটি কোনও আন্দোলন নয়, বরং জনতাকে বিভ্রান্ত করার একটি দৃশ্য। ক্ষমতায় থাকাকালীন ত্রিভাষী নীতি অনুমোদন করা এবং পরে 'হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া' বলে আন্দোলন করা, এটি উধব গোষ্ঠীর স্টাইল! উধবজি কতগুলো ইউ-টার্ন নেবেন?" তিনি উধব ঠাকরের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন।

আয়ুষ্মান খুরানা অ্যাকাডেমিতে যোগ দিলেন, অস্কার ভোটিংয়ে অংশ নেবেন

মুম্বই, ২৭ জুন : বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা এবার অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন। এই বছরের আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন কমল হাসান, অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে, জেরেমি স্ট্রং এবং আরও অনেক বড় তারকা।

আয়ুষ্মান খুরানা, কমল হাসান, নাওমি আকি, গিলিয়ান অ্যান্ডারসন, ব্রানফোর্ড মার্সালিস, কনান ও"ব্রায়েন, জিমি কিমেল, স্টিফেন গ্রাহাম, জোডি কমার এবং জেসন মোমোয়া সহ ৫৩৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ২৬ জুন অ্যাকাডেমির সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

অ্যাকাডেমির সিইও বিল ক্রেমার এবং প্রেসিডেন্ট জানেট ইয়াং এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা এই সম্মানিত শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ এবং পেশাদারদের অ্যাকাডেমিতে যোগ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি অঙ্গীকার এবং বৃহত্তর চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি তাদের অবদান বিশ্বের চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের জন্য চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।'

অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চলচ্চিত্র শিল্পে তাদের অবদানের জন্য নামকরা শিল্পীদের সদস্যপদ দেয়।

অ্যাকাডেমির সদস্যপদ প্রক্রিয়া স্পন্সরশিপের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেখানে প্রার্থীদের জন্য দুটি অ্যাকাডেমি সদস্যের সুপারিশ প্রয়োজন। একমাত্র অ্যাসোসিয়েট সদস্যপদে কোন সুপারিশের প্রয়োজন হয় না।

অস্কার নমিনিরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্যপদের জন্য বিবেচিত হন। সদস্যপদের সুপারিশ এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে এবং এটি অ্যাকাডেমির বোর্ড অফ গভর্নরের দ্বারা অনুমোদিত হয়। সদস্যপদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাদার যোগ্যতার পাশাপাশি প্রতিনিধিত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারও গুরুত্বপূর্ণ।

আয়ুষ্মান খুরানা ২০০৪ সালে মটি ভি রোডিজের দ্বিতীয় মৌসুম জিতেছিলেন। ২০১২ সালে 'ভিকি ডোনর' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে তার। এরপর 'দুম লাগা কে হায়শা', 'বেরেলী কি বারফি', 'শুভ মঙ্গল স্বাধন', 'বাধাই হো', 'ড্রিম গার্ল', 'বালা', 'শুভ মঙ্গল যাদা স্বাধন', 'আন্ধাধুন', 'আর্টিকল ১৫' এবং 'ড্রিম গার্ল' ফ্রাঞ্চাইজির মতো সিনেমায় তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।

মেঘালয়: সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যে লাপাংগাপ গ্রামে স্থায়ী এসএফ-১০ মোতায়েনের দাবি জানাল জৈন্তিয়া কমিটি

জোয়াই, ২৭ জুন : সীমান্ত অঞ্চলের উত্তেজনা ও বারবার সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে, মেঘালয়ের জৈন্তিয়া যৌথ আন্দোলন কমিটি সীমান্তে অবস্থিত লাপাংগাপ গ্রামে স্থায়ীভাবে স্পেশাল ফোর্স-১০ মোতায়েনের জন্য মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইংসংয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

এই আবেদন আসাম রাজ্যের কারবি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত ক্রমাগত অশান্তি ও সহিংসতার কারণে কৃষিকাজে চরম ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে।

২৭ জুন তারিখে উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইংসংকে পাঠানো একটি চিঠিতে, জেএজিএসবি জানিয়েছে, 'এই ধরনের বারবার অশান্তি কৃষিকাজে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, বিশেষত বীজতলা রোপণ এবং ফসল কাটার সময়ে।'

চিঠিতে আরও বলা হয়, 'এটি গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, আসাম পুলিশ, স্পষ্টতই কেএএসি -এর সহযোগিতায়, কিছু কারবি গোষ্ঠীকে সমর্থন জানাচ্ছে, যা লাপাংগাপ ও আশেপাশের অঞ্চলের স্থানীয় পনর জনগণের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এই ধরনের 'পক্ষপাতদুষ্ট কার্যক্রম' নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, বিশেষত সেই সমস্ত গ্রামবাসীদের জন্য যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করেন।

জেএজিএসবি আরও জোর দিয়েছে যে, সম্প্রতি বাড়ানো হুমকি, হস্তক্ষেপ, এবং জনগণের জমিতে জোরপূর্বক দখল চালানো হয়েছে, যার কারণে লাপাংগাপ গ্রাম এবং তার আশপাশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এসএফ-১০-এর দ্রুত মোতায়েন প্রয়োজন।

কমিটি বিশ্বাস করে যে, 'একটি নিরপেক্ষ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পেশাদার নিরাপত্তা বাহিনী' যেমন এসএফ -১০ কৃষিকাজে বাধা, ভয়ভীতি, এবং জমি দখলের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা কৃষক ও তাদের পরিবারের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি ফিরিয়ে আনবে এবং সম্ভাব্য সম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষের বৃদ্ধির রোধ করবে।

এছাড়াও, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতার প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হবে বলে তারা উল্লেখ করেছে।

প্রথম বিশ্ব আসামি সম্মেলন ২০২৬' : অসমের উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের একত্রিত করার উদ্যোগ

গৌহাটি, ২৭ জুন : অসমের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী আসামী প্রবাসীদের একত্রিত করতে "প্রথম বিশ্ব আসামি সম্মেলন" ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। এই বিশেষ সম্মেলনটি ২০২৬ সালের ১৬-১৮ জানুয়ারি ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, আইআইটি গৌহাটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।

এই তিন দিনের সম্মেলনটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আসামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজের উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা এবং জ্ঞান ভাগাভাগির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া এটি আসামের স্থায়ী উন্নয়ন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং গ্লোবাল আসামি প্রবাসী সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

'প্রথম বিশ্ব আসামি সম্মেলন' গ্লোবাল আসামি এনগেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভের একটি মূল সম্মেলন এবং বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হল, গ্লোবাল আসামি প্রবাসীদের প্রতিভা, দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি একত্রিত করে আসামের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা। সম্মেলনটি আসামের জন্য একটি শক্তিশালী উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলার এবং প্রবাসী আসামীদের মধ্যে সংযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হতে চলেছে।

চীন বিপক্ষে "ডু-অর-ডাই" ম্যাচের আগে ভারতীয় মহিলাদের হকি দলের কাপ্তান সলিমা তেতের মন্তব্য

বার্লিন, ২৭ জুন : হকি প্রো লিগ (মহিলা) ২০২৪-২৫-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈত ম্যাচে, ভারতীয় মহিলাদের হকি দল তাদের এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে মুখোমুখি হবে এবং ২৮ ও ২৯ জুনে তাদের হারানোর পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্য থাকবে।

সলিমা তেতের নেতৃত্বে ভারতীয় দল তাদের পুরুষ দলের কাছে উৎসাহ পাবে, যারা গত সপ্তাহে বেলজিয়ামের বিপক্ষে উজ্জ্বল জয় নিয়ে প্রো লিগে তাদের অভিযান শেষ করেছিল। এই জয়ের মাধ্যমে তারা পয়েন্ট টেবিলে আট নম্বরে শেষ করেছে, আইরল্যান্ডের আগে।

চীন বর্তমানে প্রো লিগ পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে, যেখানে ভারত রয়েছে শেষ স্থানেনয় নম্বরে, ইংল্যান্ড এক পয়েন্টে এগিয়ে আট নম্বরে অবস্থান করছে। উভয় দলই এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি রেখেছে।

এই ম্যাচের গুরুত্ব নিয়ে সলিমা তেতে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈত ম্যাচ। তবে আমরা আমাদের পুরুষ দলের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হবো, যারা বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে একটি অনুপ্রেরণামূলক জয় পেয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'এই প্রো লিগ অভিযান আমাদের জন্য অনেক কিছু শিখার সুযোগ এনে দিয়েছে, বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে যেগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে দল হিসেবে। আমরা যখন বাড়ি ফিরে যাব, তখন আমাদের এই পারফরম্যান্স নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করব, কিন্তু এখন আমাদের মনোযোগ চীনের বিরুদ্ধে ভাল খেলার দিকে।'

ভারত তাদের গত ম্যাচের পর চীনের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস পাবে, যেখানে তারা ২০২৪ সালের নভেম্বরে বিহারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পুল পর্বে চীনের বিরুদ্ধে ৩-০ এবং স্নায়ুচাপের মধ্যে ১-০ ব্যবধানে জয় পায়। তবে গত প্রো লিগ মৌসুমে ভারত চীনের বিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে হারিয়েছিল।

নেশাসামগ্রী ও দুই বাংলাদেশি নাগরিক সহ মোট চারজন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: গোপন খবরের ভিত্তিতে অটোর মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে এসকফ ও ব্রাউন সুগার সহ চারজনকে আটক করলেন এডি নগর থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে এডিনগর থানার ওসি বিজয় দাস জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ এডিনগর রাস্তায় গাড়ি তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় টিআর০১- ই - ৩৫৬৭ নাম্বারের একটি অটো গাড়ি কে আটক করে তাতে তল্লাশি চালালে তার ভেতর থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে ওই অটো গাড়ি থেকে চার যুবককে আটক করে পুলিশ। তাদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি নাগরিক। তাদের নাম হৃদয় মিয়া এবং আবুল হোসেন। এছাড়াও সুজিত বর্মন ও জয়ন্ত দাস নামে দুই যুবক ছিল গাড়িতে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওই দুই বাংলাদেশি যুবক মধুপুর হরিহরদোলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। বহুদিন ধরে তারা এই নেশা জাতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করছিল বলে খবর। এদিনের অভিযানে ২৫ টি এসকফের বোতল এবং একটি সাবানের বাক্স ভর্তি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গোপন অভিযানে কাপড়ের দোকান থেকে বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুন: বাবুরবাজারে অভিযান চালিয়ে কাপড়ের দোকান থেকে উদ্ধার বার্মিজ সিগারেট। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহরের বাবুরবাজার এলাকায় "খান ফ্যাশন" নামক একটি দোকানে অভিযান চালায় জেলা পুলিশ। রাত প্রায় ১১টায় শুরু হওয়া অভিযানে দোকানের দরজা স্থানীয় প্রধানের উপস্থিতিতে খোলে ভিতরে ঢুকে মোট ১০ প্যাকেট অবৈধ বার্মিজ সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জে. দারলং, ইরানি থানার ওসি অরুণোদয় দাস সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সিগারেটগুলো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা হয়েছিল।তবে পুলিশের কাছে গোপন তথ্য ছিল জাল নোট বা কালো টাকার সংক্রান্ত। অভিযানে তার কোনো হদিশ মেলেনি।

ঘটনার সময় দোকান মালিক ওয়াহিদ খান পলাতক থাকায় তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা চালানো হবে।স্থানীয় মহলে এ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ ব্যবসার আড়ালে আন্তর্জাতিক পাচার চক্র সক্রিয় থাকায় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর বলেই মনে করছেন অনেকে।

দুই বাংলাদেশী মহিলা সহ একজন ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ২৭ জুন : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশী সহ একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর গেইট এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশী মহিলা এবং এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব থানায় খবর আসে উত্তর গেইট এলাকায় সন্দেহভাজন দুইজন মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুইজন মহিলা এবং একজন পুরুষ আটক করা হয়েছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ধৃতরা হলে, বাংলাদেশের বাসিন্দা রুমা শেখ, আকলিমা আক্তার এবং নতুনবাজারের বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথ। সে তাদেরকে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশে সাহায্য করেছেন।

দিনদুপুরে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক নেশাখোর চুর। পরবর্তী সময়ে সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় গোটা নারায়ণ কালাপাথর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনা বিবরণে জানা গিয়েছে, দুর্লভ নারায়ণ কালাপাথর এলাকার সুব্রত দেববর্মা নামে একুশ বছরের এক যুবক। নেশার করাল গ্রাসে আসক্ত হয়ে নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য বিভিন্ন স্থানে, চুরি করে থাকে। মূলত সে কৌটা সেবন করে। আজকে যখন সেই দুর্লভ নারায়ন এলাকার এক মহিলা দোকানে চুরি করতে গিয়েছিল। সে মহিলার দোকানের ক্যাশ থেকে নগর টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই মহিলা তাকে আটক করেন। সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যে গ্রামের মানুষের জড়ো হয়। শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে চুরি করা টাকা ও একটি কোটার প্যাডেল পাওয়া যায়।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। রথের দিনে মহিলার দোকানের চুরিকে কেন্দ্র করে এলাকায় এক বিরাট চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

রামচন্দ্রঘাট বাতাপুরা এলাকার শ্যামসুন্দর আশ্রমের রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: ১৯৫৬ সালে পূর্ব রামচন্দ্রঘাট বাতাপুরা এলাকার শ্যামসুন্দর আশ্রমের স্থাপন করা হয়েছে আজ রথযাত্রা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এলাকার প্রতিটি নাগরিক উপস্থিত থেকে জগন্নাথের পুজো অংশগ্রহণ করেন। এই পূজা কে কেন্দ্র করে বাতাপুরা এলাকা জুড়ে ভক্তদের আনন্দ উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী , প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, প্রধান রূপালী দাস এবং দুলাল দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রজ্ঞাভবনে আনারস উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: শুক্রবার প্রজ্ঞা ভবনে আনারস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আনারস উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠানে কৃষি এবং হর্টিকালচার দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার প্রজ্ঞা ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনারস উৎসবের সূচনা করলেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন আনারস উৎসবের উদ্বোধন করে কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যকে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার।এদিন তিনি বলেন কাজ করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে। সেগুলো সংশোধন করে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন তার রাজনৈতিক জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিগত সাত বছরে যে উন্নয়ন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা অভূতপূর্ব। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দেশ এবং রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। আনারস উৎসব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কৃষি কল্যান মন্ত্রী বলেন এ রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্বাদু আনারস উৎপাদন হয়। রাজ্যের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি দেশ এবং বিদেশে রাজ্যের সুস্বাদু আনারস রপ্তানি করা হচ্ছে।

নাইন বুলেটস ক্লাবের বার পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে নাইন বুলেটস ক্লাব। শুক্রবার রথযাত্রার পূণ্য তিথিতে বার পূজার মধ্য দিয়ে অনলাইন বোলার ক্লাব তাদের ফুটবল ময়দানে নামার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ফুটবলের ময়দানে নামার আগে আজ বার পূজা করল নাইন বুলেটস ক্লাব। আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এই বার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাজীব ঘোষ। তবে বহির রাজ্যের ও রাজ্যের জুনিয়র প্লেয়ারদের নিয়েই তৈরি করা হবে দল। ১০০ পার্সেন্ট আশাবাদী প্রথম ডিভিশনে ভালো খেলা দর্শকদের উপহার দেওয়ার জন্য। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে তৈরি করা হচ্ছে দল।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে কর্মশালার ব্যাপক আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব (টিএসজেসি) গত ৩৩ বছর ধরে রাজ্যে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। টিএসজেসি আড়াই দশক আগেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় সংগঠন স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (এসজেএফআই) অনুমোদন নিয়ে কাজ করে চলেছে। আগামী ২ জুলাই বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও এই দিবসটি টিএসজেসি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের জন্য এক কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে।

২ জুলাই, ২০২৫ আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুপুর ১২টায় একদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পিকে চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার উপস্থিত থাকবেন। পৌরহিত্য করবেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে থাকবেন কলকাতার বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক তথা কলকাতা টিভি''র জয়েন্ট এডিটর গৌতম ভট্টাচার্য্য। রাজ্য থেকে রিসোর্স পার্সন হিসেবেন থাকবেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক মণিময় রায়। এই কর্মশালায় রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা অংশ নেবেন। কর্মশালায় গৌতম ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য রাখার জন্য দর্শক আসনেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। আজ, শুক্রবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন এই কর্মশালা বিষয়ে বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সহ সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য্য, কার্যকরী সদস্য বিপ্লব চন্দ সহ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। টিএসজেসি''র এই আয়োজন সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

লালবাহাদুর ও নাইন বুলেটস বার পূজায় ফুটবলের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত মরশুমের ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ হবার পর শুরু হবে রাখাল শীল্ড নক আউট ও প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণকারী দলগুলি শুরু করে দিয়েছে নিজেদের প্রস্তুতি। ফুটবলের লড়াইয়ের ময়দানে দর্শকদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে রাজ্যের ও বহির রাজ্যের এক ঝাঁক ফুটবলারদের নিয়েই অধিকাংশ দল এবছর টিম গঠনের প্রস্তুতিতে মগ্ন। এর মধ্যেই শুক্রবার রথ যাত্রার পূণ্য তিথিতে বার পূজা দিয়ে ফুটবলের প্রস্তুতিতে নেমে পরল রাজ্যের দুইটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার ও নাইন বুলেটস। এমনটাই এদিন দেখা গেল রাজধানীর বনমালী পুর স্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মাঠে ও স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে লালবাহাদুর ব্যামাগার ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই বার পূজা দিয়ে কার্যত প্রস্তুতিতে নেমে পরল।

সর্বশেষ ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেয়েছিল লালবাহাদুর। মাঝে বেশ কয়েক বছর টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও ট্রফি অধরা তাদের। গেল বছর সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি দল। তাই এবছর ময়দানের সেরাটা উপহার দিয়ে চ্যাম্পিয়নের লক্ষেই ময়দানে নামতে চলেছে লালবাহাদুর। তার জন্য ক্লাব কর্মকর্তারা মোটা অংকের বাজেট নিয়েই দল গঠন করেছে। রাজ্যের ও বহির রাজ্যের খ্যাতনামা ফুটবলারদের নিয়েই দল তৈরি করেছে লাল বাহাদুর। এমনটাই দাবি ক্লাবের কর্মকর্তাদের। দলে প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছে সমরজিৎ দেববর্মা ও খোকন সাহা। এদিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখেই ফুটবলের লড়াইয়ের ময়দানে নামবে, লাল বাহাদুর।

লক্ষ্য একটাই সেরাটা উপহার দিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করা। এদিকে আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই বার পূজা সম্পন্ন করলো কৃষ্ণনগরের নাইন বুলেটস ক্লাব।

এবছর এক ঝাঁক জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়েই দল গঠন করেছে বুলেটস। তাতে রাজ্যের ও বহি রাজ্যের ফুটবলার রয়েছেন। কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা জুনিয়র ফুটবলাররা ভালো খেলা উপহার দিয়ে দলকে পুনরায় মুকুট এনে দেবে। এর জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষক রাজীব ঘোষের তত্ত্বাবধানেই এবছর ময়দানে নামবে বুলেটসের ফুটবলাররা। এদিনের এই বার পূজায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি কর্পোরেটর ভাস্বতি দেববর্মা, সম্পাদিকা অপু সরকার সহ দলের ম্যানেজার প্রকাশ দেববর্মা ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। বুলেটসের ম্যানেজার প্রকাশ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এদিক জানান দল গঠনের ক্ষেত্রে এবার বুলেটস গুরুত্ব দিয়েছে জুনিয়র ফুটবলারদের। তাতে রাজ্যের পাশাপাশি বহির রাজ্যের জুনিয়র ফুটবলাররা রয়েছেন।

মৌচাক ও নবোদয়ের ম্যাচ ড্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অবশেষে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়ে মাঠ ছাড়লো মৌচাক ক্লাব ও নবোদয় সংঘ।ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় মৌচাক ও নবোদয়। এদিন মৌচাক চলতি এই টুর্নামেন্টে তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই মাঠে নামে। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ নবোদয় এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল দ্বিতীয় জয়ের।কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে কোন দলের পক্ষেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। নবোদয় প্রথম গোল করে এগিয়ে থাকলেও তা ধরে রাখতে পারেনি। পাল্টা আক্রমন এনে প্রথমার্ধেই ম্যাচ সমতায় আনে মৌচাক। এদিন দুই দলের লড়াই শুরু হবার মাত্র ১৬ মিনিটের মাথায় নবোদয়ের রোবেরট হালাম প্রথম গোল করে পিছিয়ে দেয় মৌচাককে। রোবটের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করতে প্রায় ২০ মিনিট লড়াই করতে হয় মৌচাকের ফুটবলারদের। ৩৫ মিনিটে আর সতপোষ মৌচাকের পক্ষে প্রথম গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ। ফলে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় এক এক গোলে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে প্রথম থেকেই উভয় দলের ফুটবলাররা এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে পাল্টা আক্রমণ আনা শুরু করে।তাতে গোল করার মতো সুযোগও তৈরি হয়।কিন্তু কোন দলের ফুটবলাররা এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় দ্বিতীয়ার্ধে খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। ফলে দুই দলের প্রথমার্ধের দেওয়া একটি করে গোলে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েই মাঠ ছাড়ে ফুটবলাররা। দিনের প্রথম ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়।

শেষ বলে নাটক! চাই ১ রান, আন্দ্রে রাসেলের বলে ক্যাচ ফেলে ম্যাচ হেরে গেল আমেরিকার নাইট রাইডার্স

আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) নাটক! খেলা ছিল ওয়াশিংটন ফ্রিডম ও লস অ্যাঞ্জলস নাইট রাইডার্সের (এলএকেআর) মধ্যে। শেষ বলে ওয়াশিংটনের দরকার ছিল ১ রান। ক্যাচ ফেলে ম্যাচ হেরে যায় লস অ্যাঞ্জেলস।শেষ ওভারে বল ছিল আন্দ্রে রাসেলের হাতে। ব্যাটার গ্লেন ফিলিপস। তিনি সহজ ক্যাচ তুলে দেন জেসন হোল্ডারের হাতে। হোল্ডার প্রথম প্রচেষ্টায় বল ধরতে পারেননি। দ্বিতীয় বারও ব্যর্থ হন। ক্যাচ ফেলে দেওয়ার পর কোনও মতে বল তুলে উইকেটে ছোড়েন হোল্ডার। কিন্তু ততক্ষণে ফিলিপস ১ রান নিয়ে ওয়াশিংটনকে জিতিয়ে দেন। ওয়াশিংটন পাঁচ উইকেটে জিতে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। হারের ফলে এলএকেআরের ছয় ম্যাচে দুই পয়েন্টেই রয়েছে। তারা পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে।শেষ ওভারে ওয়াশিংটনের জয়ের জন্য সাত রান প্রয়োজন ছিল। রাসেলকে শেষ ওভারে বল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বলেই ৫ রান হয়। এর মধ্যে একটি ওয়াইড বল ছিল। ওবাস পিনার একটি চার মারেন। এর পর পাঁচ বলে ২ রানের প্রয়োজন হয়। রাসেল পরপর তিনটি ডট বল (যে বলে কোনও রান হয় না) করেন। শেষ দু' বলে ১ রান দরকার।নাটকের শুরু তখন থেকেই। রাসেলের পঞ্চম বলে পিয়েনার বড় খোঁচা মারেন। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে এলএকেআরের কেউ ক্যাচের আবেদন করেননি। ডিআরএস নিলে তারা নিশ্চিত ভাবেই উইকেটটি পেত। পিয়েনার সিঙ্গলস নেন।নাটক চরমে পৌঁছোয় শেষ বলে। ফিলিপস স্ট্রাইকে ছিলেন। রাসেল নিচু ফুলটস দেন। ফিলিপস বলটি ঠিকমতো ব্যাটে-বলে করতে পারেননি। মিড-অনে হোল্ডারের কাছে সহজ ক্যাচ যায়। হোল্ডার ক্যাচ ফেলে দেন। ক্যাচ উঠতেই এলএকেআরের খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফেরা উৎসব শুরু করে দিয়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই উৎসব থেমে যায়।প্রথমে ব্যাট করে এলকেআর ৪ উইকেটে ২১৩ রান তোলে। উন্মুক্ত চাঁদ ৩০ বলে ৪১ রান করেন এবং আন্দ্রে ফ্লেচারের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১৩০ রান যোগ করেন। ফ্লেচার ৬০ বলে সাতটি চার এবং ছয়টি বিশাল ছক্কার সাহায্যে ১০৪ রান করেন।রাসেল ১৩ বলে ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি তিনটি ছক্কা মারেন।রান তাড়া করতে নেমে মিচেল ওয়েনের ১৬ বলে ৪৩ রানের সুবাদে ওয়াশিংটন শুরুটা ভাল করে। অধিনায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ২৩ বলে ৪২ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ফিলিপস এবং পিনার ওয়াশিংটনকে জিতিয়ে দেন।

হাসপাতালে ভর্তি বেকহ্যাম, সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানালেন স্ত্রী ভিক্টোরিয়া

হাত ভেঙে গিয়েছে ডেভিড বেকহ্যামের। হাসপাতালে ভর্তি তিনি। স্ত্রী ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম জানালেন, কেমন আছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার। কিছু দিন আগেই নাইট উপাধি পেয়েছিলেন বেকহ্যাম।ভিক্টোরিয়ার পোস্ট করা ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন বেকহ্যাম। তাঁর ডান হাতটি ঢুকিয়ে রাখা একটি ব্যাগের (স্লিং পাউচ) মধ্যে। হাতে চোট পেয়েছেন বেকহ্যাম। তবে কী ভাবে আঘাত লেগেছে বা সেই আঘাত কতটা গুরুতর, সেটা জানা যায়নি। বেকহ্যামকে যদিও হাফুটবলজীবনে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নজর কেড়েছিলেন বেকহ্যাম। তিনি বিখ্যাত ছিলেন বাঁক খাওয়ানো ফ্রি কিকের জন্য। এখন তিনি ইন্টার মায়ামি দলের সঙ্গে যুক্ত।

সদরের জয় অব্যাহত : এলিটে শান্তিরবাজার প্রথম জয় পেল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শান্তির বাজার প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। প্রথম ম্যাচে কৈলাশহরের কাছে পরাজিত হলেও আজ, শুক্রবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী উদয়পুরকে দুই উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম জয় পেয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপের। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ শুরু হতে অনেকটা দেরি হয়েছে। ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৮ করা হয়েছিল। টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ২৩.২ ওভার খেলে ১০৬ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে শান্তিরবাজার ব্যাট করতে নেমে ২৫.৪ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শান্তির বাজারের রাহুল মুড়া সিং সর্বাধিক ৪২ রান এবং উদয়পুরে রানা দত্ত ১৪ রানে চারটি উইকেট পেলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রাজদীপ দত্ত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এলিট গ্রুপের অপর খেলায় সদর দল ১১৫ রানের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সদর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৬ ওভারে সাত উইকেটে ২২৭ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে তেলিয়ামুড়ার ইনিংস গুটিয়ে যায় ১১২ রানে ২৭.৩ ওভার খেলে। সদরের আনন্দ ভৌমিক সর্বাধিক ৮২ রানের সংগ্রহের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপে আমবাসাকে হারিয়ে কাঞ্চনপুরের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে একটি মাত্র ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা ছিল চারটি। অন্য তিন মাঠে বৃষ্টির জন্য ম্যাচ স্থগিত রাখতে হয়েছে। আগামীকাল রিজার্ভ ডে তে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আজ, শুক্রবার ধর্মনগর মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় কাঞ্চনপুর পাঁচ উইকেট এর ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করেছে। কাঞ্চনপুরের পক্ষে এটি টানা দ্বিতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে রোমাঞ্চকর ভাবে সুপার ওভারে লংতরাইভ্যালি কে পরাজিত করে লীগ অভিযান শুরু করেছিল। আজ, শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে আমবাসা কে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছে।

প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে আমবাসা ৪০ ওভারের খেলায় ৩২.২ ওভার খেলে ১৩০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে কাঞ্চনপুর ৩৭.১ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বলে বেটে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে সুদীপ্ত নাথ। সর্বাধিক ৪১ রান সংগ্রহের পাশাপাশি ১৬ রানে তিনটি উইকেট দখল করে কাঞ্চনপুরের সুদীপ্ত প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

চেস অলিম্পিয়াড: জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে ডাক পেলো ত্রিপুরার অর্শিয়া দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারতীয় দলের শিবিরে অনুশীলনের জন্য ডাক পেলো ত্রিপুরার সোনার মেয়ে আর্শিয়া দাস। এবছর কলম্বিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ১৬ চেস অলিম্পিয়াড। তাতে ভারতীয় দল অংশ নেবে। ইতিমধ্যে সেই দল ঘোষণা করা হয়েছে।

আর্শিয়াকে দ্বিতীয় রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে। ১৫-২০ জুলাই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ভারতীয় দলের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির।

ওই শিবিরে যোগ দেবে পূর্ণেন্দু এবং অর্ণিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি। ত্রিপুরার প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার দাবাড়ু-র নর্ম পাওয়া আর্শিয়া-র বিশ্বাস করে ওই শিবিরে অংশগ্রহণের ফলে ওর খেলার আরও উন্নতি হবে।

দেশের মোট পাঁচজন বালিকা দাবাড়ুকে রাখা হয়েছে রিজার্ভ হিসাবে। এর মধ্যে আরশিয়া দ্বিতীয় স্থানে।

বালিকা বিভাগে যারা ভারতীয় দলের স্থান পেয়েছে ওই সকল দাবাড়ু-রা হলো প্রীশিতা গুপ্তা, অশিতা জৈন, সাপার্য্য রহমান এবং সাচি জৈন। প্রসঙ্গত: আর্শিয়ার লক্ষ্য গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া। গুটি গুটি পায়ে সেই পথে এগিয়ে চলছে সে। এর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মাস্টারের নর্মও পেয়ে গেছে।

নতুন চুক্তিতে প্রতি দিন রোনাল্ডোর আয় সাড়ে ৫ কোটি টাকা, গোল করলেই আরও ৯৪ লক্ষ! আর কী কী পাবেন সিআর৭?

বৃহস্পতিবার আল নাসেরের সঙ্গে দু'বছরের নতুন চুক্তি হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ২০২৭ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের লিগে খেলবেন সিআর৭। যা জানা যাচ্ছে, প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। ভারতীয় মুদ্রায় ২,০০০ কোটি টাকা।

বছরে ২,০০০ কোটি টাকা পাওয়ার অর্থ রোনাল্ডো মাসে পাবেন ১৬৭ কোটি টাকা, সপ্তাহে সাড়ে ৩৮ কোটি টাকা। প্রতি দিনের হিসেবে এই অঙ্কটা সাড়ে ৫ কোটি টাকা। রোনাল্ডো ঘণ্টায় রোজগার করবেন ২৩ লক্ষ টাকা, মিনিটে ৩৮ হাজার টাকা এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬৩৬ টাকা।এখানেই শেষ নয়। বোনাস হিসেবে পাবেন ২৮৮ কোটি টাকা। যা দ্বিতীয় বছরে বেড়ে হবে ৪৪৭ কোটি টাকা। যদি আল নাসের সৌদি লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়, তা হলে রোনাল্ডোর বাড়তি বোনাস হবে ৯৪ কোটি টাকা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলে রোনাল্ডো পাবেন ৭৬ কোটি টাকা। সোনার বুট জিতলে পাবেন ৪৭ কোটি টাকা। গোল করলেই রয়েছে বাড়তি টাকা। প্রতি গোলের জন্য রোনাল্ডো পাবেন ৯৪ লক্ষ টাকা। অ্যাসিস্ট (অন্য কাউকে গোল করতে সাহায্য করা) পিছু পাবেন ৪৭ লক্ষ টাকা। মাঠের বাইরেও রোনাল্ডোর জন্য রয়েছে মোটা টাকা। স্পনসরশিপ বাবদ তিনি পাবেন ৭০৫ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত বিমানে যাতায়াতের খরচ হিসেবে পাবেন ৪৭ কোটি টাকা। এর বাইরে রয়েছে আল নাসেরের ১৫ শতাংশ মালিকানা। বৃহস্পতিবার রোনাল্ডোর সঙ্গে আল নাসেরের চুক্তির কথা জানানো হয়। পর্তুগিজ তারকাকে নিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে ক্লাব লিখেছে, ''কাহিনি চলবে''। রোনাল্ডো সমাজমাধ্যমে লেখেন, ''একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। একসাথে ইতিহাস তৈরি হবে।'পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী রোনাল্ডো সম্প্রতি পর্তুগালের হয়ে উয়েফা নেশনস লিগ জিতেছেন। ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে মোট ২৮টি বড় ট্রফি জিতেছেন তিনি। তবে ইউরোপে সাফল্য পেলেও সৌদি আরবে এখনও পর্যন্ত সে ভাবে দাগ কাটতে পারেননি তিনি। আল নাসেরের হয়ে এখনও পর্যন্ত শুধু আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ জিতেছেন। সেটিও দু'বছর আগে।

হোটেলের ঘরে বান্ধবীকে নিয়ে ধাওয়ান, অসন্তুষ্ট রোহিতের প্রশ্ন, তুমি কি আমাকে ঘুমোতে দেবে না?

১৯ বছর আগে শিখর ধাওয়ানের উপর রেগে গিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। হোটেলের ঘরে বান্ধবীকে নিয়ে ঢুকেছিলেন ধাওয়ান। যা মানতে পারেননি রোহিত। ২০০৬ সালের সেই ঘটনার কথা আত্মজীবনীতে লিখেছেন ধাওয়ান।২০০৬ সালে ভারত এ দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন ধাওয়ান, রোহিতেরা। প্রতিযোগিতার শুরুতেই রান পেয়েছিলেন বাঁহাতি ওপেনার। ধাওয়ান লিখেছেন, ''অনুশীলন ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলাম। খুব ভাল চলছিল সফরটা। প্রতিটা ম্যাচের পর আমি যাচ্ছিলাম এলেনের (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে দেখা করতে। ওকে নিয়ে হোটেলের ঘরেও যাচ্ছিলাম। ওই সফরে রোহিতের সঙ্গে ঘর ভাগ করে থাকছিলাম আমি। ও বার বার আমার কাছে অভিযোগ করত। বলত, 'তুমি কি আমাকে ঘুমাতে দেবে না?'' ধাওয়ান তাঁর সেই বান্ধবী সম্পর্কে লিখেছেন, ''ও খুব সুন্দরী ছিল। আমি প্রেমে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ও আমারই, ভেবেছিলাম বিয়ে করব।'' তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। ধাওয়ান লিখেছেন, ''এক দিন আমি এলেনকে নিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। গোটা দলের মধ্যে সেটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। একজন নির্বাচক আমাদের ধরে ফেলেছিলেন। হোটেলের লবিতে আমি আর এলেন হাত ধরে হাঁটছিলাম। সেই সময় ওই নির্বাচক আমাদের দেখে ফেলেন। কিন্তু আমি এলেনের হাত ছাড়িনি। আমি জানতাম কোনও অন্যায় করছি না। তাই হাত ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। ওই সফরে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেললে ভারতের সিনিয়র দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমি ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি।''পরবর্তী সময়ে যদিও ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন ধাওয়ান। দেশের হয়ে ৩৪টি টেস্ট, ১৬৭টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৬৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন তিনি। দলকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন বেশ কিছু ম্যাচে।

এমবাপে-পিএসজি সংঘাত বাড়ছে প্রাক্তন ক্লাবকে আদালতে নিয়ে গেলেন ফরাসি ফুটবলার

পুরনো ক্লাব প্যারিস সঁ জঁ-কে যে সহজে ছেড়ে দেবেন না, বুঝিয়ে দিলেন কিলিয়ন এমবাপে। ক্লাবের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন ফরাসি ফুটবলার। অভিযোগ নৈতিক হয়রানির। চুক্তির ৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৫২২ কোটি টাকা) বকেয়া রয়েছে বলেও অভিযোগ এমবাপের।প্যারিস প্রসিকিউটরের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ মরসুম শুরুর আগে ক্লাব যে ভাবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেছিল, তাতে অত্যন্ত অখুশি এমবাপে। ঠিক তার আগেই এমবাপে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পিএসজি-তে আর থাকবেন না।সাত বছর পিএসজিতে খেলেছেন এমবাপে। রেকর্ড ২৫৬টি গোল করেছেন। কিন্তু গত বছর পিএসজি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন তিনি। তাঁকে ছাড়াই পিএসজি এই বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে।২০২২ সালে এমবাপেকে তাদের ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি টাকায় সই করায় পিএসজি। এমবাপের প্রথম অভিযোগ ছিল, যাঁদের সই করানো হবে বলে ক্লাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাঁদের কাউকেই সই করানো হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগ, সই করার পর তাঁকে যখন ভক্তদের সামনে প্রথম আনা হয়, তখন তাঁকে ২০২৫ লেখা জার্সি দেওয়া হয়েছিল। অথচ তাঁর চুক্তি ছিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত। চুক্তিতে বলা ছিল, বাড়তি এক বছর ক্লাবে থাকবেন কি না সেটা নির্ভর করবে এমবাপের উপর।২০২৩ সালের জুনে এমবাপে পিএসজিকে জানিয়ে দেন, তিনি ওই অতিরিক্ত এক বছর আর থাকবেন না। এর ফলে পিএসজি যত দ্রুত সম্ভব এমবাপেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়। না হলে তাদের এমবাপেকে কোনও টাকা না নিয়েই ছেড়ে দিতে হতো। কারণ ফ্রি ফুটবলার হয়ে যেতেন এমবাপে। এই নিয়েই দুই পক্ষের মতবিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন ক্লাবকে আদালতে নিয়ে গেলেন এমবাপে।

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে চূড়ান্ত ১৬ দল, পাঁচ গোলে জয় সিটির, ছন্দে ফিরল রিয়ালও

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত ১৬ দল।শনিবার থেকে শুরু নক-আউট পর্ব। বৃহস্পতিবার জায়গা পাকা করে ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রি-কোয়ার্টারে কোন দল খেলবে কার বিরুদ্ধে?বৃহস্পতিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ম্যাচ ছিল জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে পাঁচ গোল দিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে তারা জিতল ৫-২ গোলে। সিটির হয়ে গোল করেন জেরেমি ডোকু, পিয়েরে কালুলু (আত্মঘাতী), এর্লিং হালান্ড, ফিল ফোডেন এবং সাভিনহো। জুভেন্টাসের হয়ে দু'টি গোল শোধ করেন টিউন কুপমেইনার্স এবং দুসান লাহভিচ। হারলেও গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে জুভেন্টাস।জিতে নক আউটে পৌঁছে গিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদও। ৩-০ গোলে তারা হারিয়ে দেয় রেড বুল সালসবার্গকে। মাদ্রিদের হয়ে গোল করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ফেডেরিকো ভালভার্দে এবং গঞ্জালো গার্সিয়া।নিজেদের ম্যাচ জিতেছে আল হিলাল এবং আল আইনও। আল হিলাল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও জিতেও বাদ আল আইন। গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে তারা।প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দুই প্রাক্তন ক্লাব একে অপরের মুখোমুখি।ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলবে আল হিলালের বিরুদ্ধে।

বিএসএফের এডিজি ইস্টার্ন কমান্ড মহেশ কুমার আগরওয়াল শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

দমদমায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে প্রাণ হারালেন আশিষ দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৭ জুন: দমদমায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আশিষ দে। এলাকায় শোকের ছায়া। এলাকায় এক্সিডেন্টাল জোন ঘোষণা ও রাস্তার পুনঃসংস্কারের দাবি জোরালো তুলেছেন স্থানীয়রা। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার দমদমা নেতাজীপল্লী এলাকার বাসিন্দা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারী আশিষ দে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। প্রায় ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ ২৭ জুন দুপুরে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং বিকেল সাড়ে তিনটায় দমদমা নেতাজীপল্লীতে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরিবার, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ।

জানা গেছে, গত ১৫ জুন রাত ১০টা নাগাদ দমদমা স্কুলের নিচে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আশিষ দে গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাঁকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মারা যান।

আশিষ দে ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র সন্তান, বৃদ্ধ মা-বাবা সহ গোটা পরিবার। নিতান্তই হতদরিদ্র এই পরিবার এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে। এই অবস্থায় তাঁর সহকর্মী ও স্থানীয় সমাজসেবীরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন মৃতের পরিবারকে যথাযথ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং অন্তত দুটি সন্তান যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার সামনে এলো ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের দমদমা অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ভয়াবহ পরিস্থিতি। স্থানীয় সমাজসেবী তাপস লোধ জানান, সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কের এই অংশটিকে "এক্সিডেন্টাল জোন" ঘোষণা করা প্রয়োজন, কারণ এখানে একাধিক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার নজির রয়েছে। তিনি বলেন, "এই ১০০ মিটার এলাকাতেই বছর দুয়েক আগে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন গৌড় সুন্দর বসাক ওরফে টাবলু। কিছুদিন আগেও প্রবীণ শিক্ষক জীবন দে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। শুধু বাইক নয়বাস, অটো, চারচাকা গাড়ির একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে।'

তিনি আরও বলেন, 'রাস্তার অ্যালাইনমেন্ট ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তায় পর্যাপ্ত সিগনাল নেই, রাত্রিকালীন আলোর ব্যবস্থা দুর্বল, এবং বাঁকগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে অতিসত্বর পদক্ষেপ না নিলে আরও অনেক তরতাজা প্রাণ ঝরে যেতে পারে।"

অঞ্চলবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে - অবিলম্বে এই অংশটিকে 'এক্সিডেন্টাল জোন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যেন রাস্তার পুনর্গঠন ও সঠিক অ্যালাইনমেন্ট নিশ্চিত করা হয়। উপযুক্ত ব্রেকিং জোন, স্পিড হাম্প, সিসিটিভি, ও রাতের আলো স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। স্থানীয় থানা ও ট্র্যাফিক পুলিশ এই এলাকাটিতে তাই ভাবে থাকলেও আরো করা পদক্ষেপ নিলে এই এলাকাটিতে হয়তো বেপরোয়া ভাবে যানবাহন চালানোর মাত্রা হ্রাস পাবে।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁরা রাজ্য সরকারের মানবিক সহানুভূতির আশায় আছেন, যাতে এক উপার্জনকারীর মৃত্যুতে পরিবারের অস্তিত্ব সংকটে না পড়ে। জনগণের বক্তব্য যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, এই সড়ক হয়তো ভবিষ্যতেও কেড়ে নেবে আরও অনেক নিষ্পাপ প্রাণএই আশঙ্কাই এখন প্রতিটি মানুষের মনে।

মাস্টারপাড়া এলাকায় জন্ডিস ব্যাধি, ডেপুটেশন বড়দোয়ালি ব্লক কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৭ জুন : মাস্টারপাড়া এলাকায় জন্ডিস ব্যাধিতে আক্রান্ত একাধিক মানুষ। সে ব্যাপারে আজ ডিডব্লিউএসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে বড়দোয়ালি ব্লক কংগ্রেস।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, ত্রিপুরায় কিছুদিন আগে বন্যা হয়েছিল। তারপর থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই মাস্টার পাড়া এলাকায় জল বাহিত রোগ জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। ওই এলাকায় নতুন করে ডিডব্লিউএস থেকে পরিশোধিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই জল খেয়েই জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব সেই এলাকায় দেখা দেয় বলে অভিযোগ। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৭০ জন ওই ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই আজ ডিডব্লিউএসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে বড়দোয়ালি ব্লক কংগ্রেস। তাঁর কথায়, অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই সমস্যা আগামী দিনে মহামারির আকার ধারণ করবে।

কৃষ্ণপুরে বিজেপি দলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন: বিভিন্ন দল ছেড়ে ফের বিজেপির দলে যোগদান করলেন ভোটাররা। ২৯-নং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট এলাকার হারাধন দাস পাড়ার প্রায় ২০ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করে। এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। দলত্যাগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কৃষ্ণপুর মন্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বরা।

নতুনভাবে বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন

'সিপিআইএম ও কংগ্রেস বারবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। জনগণের স্বার্থে কাজ করার বদলে তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। মানুষ আজ সঠিক নেতৃত্ব ও উন্নয়নের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ।"

সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে রথযাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুন: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জগন্নাথ বাড়ির ব্যবস্থাপনায় আজ উদয়পুরে আয়োজিত হয় শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব। এই মহোৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, উদয়পুরের জগন্নাথ বাড়ির রথযাত্রা একটি প্রাচীন রথযাত্রা। সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে রথযাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সনাতনীদের বিশ্বাস রথের দড়ি টান দিলে পুণ্য লাভ হয়। তিনি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার। সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে, সমাজসেবিকা সবিতা নাগ প্রমুখ। এদিন উপস্থিত অতিথিগণ সহ সাধারণ মানুষ রথযাত্রায় অংশ নেন।

রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। রাজ্যের জনজাতি অংশের লোকজন যাতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সহজেই পেতে পারেন সেজন্য সমগ্র রাজ্যে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান শুরু করা হয়েছে। জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি পঞ্চায়েতেও এই অভিযানের অংশ হিসাবে শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। গতকাল বিকেলে জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সাব ট্রেজারি কার্যালয়ের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তারই অঙ্গ হিসেবে এই সাব ট্রেজারি কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। সাব ট্রেজারি চালু হওয়ায় জম্পুইজলা মহকুমায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে অনেক সুবিধা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৯টি ট্রেজারি এবং ১৩টি সাব ট্রেজারি রয়েছে। জম্পুইজলা মহকুমায় সাব ট্রেজারির উদ্বোধনের ফলে সাব ট্রেজারির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বিএসি"র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক মানব দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিঙ্কু লাঘের প্রমুখ।

পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: আমরা যত বেশি পড়াশুনা করবো, তত বেশি জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে। জ্ঞান অর্জন করা মানে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, যে দেশের জনগণ যত বেশি শিক্ষিত হবে সেই দেশ জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক থেকে তত বেশি এগিয়ে যাবে। আজ মোহনপুরের পশ্চিম তারানগরের ফকিরমুড়ায় চিন্ময় হরিহর বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্প্রতি টেট-টু পরীক্ষায় স্থানাধিকারী দৃষ্টিহীন পাপন সূত্রধরকে মুখ্যমন্ত্রী একটি ল্যাপটপ দিয়ে পুরস্কৃত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসতো। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চিন্ময় মিশন উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ১৯৫৩ সালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ চিন্ময় মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের মনকে সৃজনশীল করা এবং মনের প্রসারের জন্য চিন্ময় মিশন কাজ করছে। এজন্য তিনি চিন্ময় মিশনকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। বর্তমান ডিজিটাল যুগে পাঠ্যপুস্তক পড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের আরও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এজন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এর পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নেও রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের গুণগত শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেও জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। গত ২৩ জুন ত্রিপুরাকে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে গৌরবের। ছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি উৎসাহিত করতে এখন পর্যন্ত বিনামূল্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ফলাফল করার জন্য দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৪০ জনকে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। ২০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। আমবাসা, কাকড়াবন এবং করবুকে ৩টি নতুন কলেজের পঠনপাঠন শীঘ্রই শুরু হবে। চাকরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য আগরতলা, উদয়পুর এবং আমবাসাতে পরীক্ষাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ সারা দেশে চিন্ময় মিশনের বিভিন্ন কাজকর্মের কথা তুলে ধরেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ভালো করে পড়াশুনা করার পাশাপাশি দায়িত্বশীল হতে হবে। সত্যকে ভালোবাসতে হবে। দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ, পদ্মশ্রী সিএন, রাঘবেন্দ্রন, সি.আর.এন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশিষ্ট সমাজসেবী জি.আর, রবীন্দ্র রাজ, চিন্ময় মিশন ত্রিপুরা শাখার সভাপতি অমিত রক্ষিত, সমাজসেবী বেণুগোপাল, চিন্ময় মিশনের স্বামী মিত্রানন্দ প্রমুখ।

ঊনকোটি জেলার মূর্তিছড়া এলাকায় সংস্কার কাজের অজুহাত গাছ কাটার অভিযোগে সরব জেলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুন: ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার মূর্তিছড়া এলাকায় সরকারি বনভূমিতে গাছ কাটার ঘটনা নিয়ে জোর বিতর্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। আজ সকালে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু খান, রমিজ আলি, কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পিংকু মালাকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য সরাসরি অভিযোগ করেন, "চন্ডীপুর বিধানসভার অন্তর্গত মূর্তিছড়া চা-বাগান এলাকার সমরুরপার পঞ্চায়েতের করইতল এলাকায় বন দপ্তরের জমিতে আবর্জনা ফেলার জন্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই কাজের অজুহাতে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এতে পরিবেশ, বনজ সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।" তিনি আরও দাবি করেন, শাসক দলের আশীর্বাদে থাকা কিছু প্রভাবশালী ঠিকাদার এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত এবং বন দপ্তরের কর্মকর্তারা সব জেনেও চুপ করে বসে আছেন। তাঁর কথায়, "এটা স্পষ্টতই সরকারি অর্থের অপচয় ও পরিবেশ বিধ্বংসী কাজ। উন্নয়ন চাই, তবে তার নামে বন ধ্বংস আর প্রাকৃতিক সম্পদের লুট চলবে না। যারা এই অপরাধে যুক্ত, তাদের চিহ্নিত করে কড়া শাস্তি দিতে হবে।"ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বন দপ্তরের কাছে দাবি জানানো হয়েছেদোষীদের বিরুদ্ধে পেনাল্টি ধার্য্য করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এদিকে ঘটনার বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট এসডিএফও হিরঞ্জন রিয়াং স্বীকার করেন, করইতল এলাকায় কিছু গাছ কাটা হয়েছে। তবে কারা এই কাজ করেছে, তা নিয়ে তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বলেই জানান। তদন্ত বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ সংক্রান্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।এই ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠেছে, বন দপ্তর যদি সব জেনেও নীরব থাকে, তবে পরিবেশ ও সরকারি সম্পদের সুরক্ষা কে নিশ্চিত করবে? সচেতন মহলের মতে, এই নীরবতা আদতে বন ধ্বংসের মদত দেওয়ারই শামিল।এলাকাবাসীর বক্তব্য, 'যেখানে গাছ লাগানোর জন্য নানা প্রকল্প, সেখানে সরকারি জমিতেই যদি অবৈধভাবে গাছ কাটা হয়, তাতে পরিবেশ বিপন্ন হবেএটাই তো স্বাভাবিক। আমরা চাই, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

তেলিয়ামুড়ায় ধরতি আবা জনভাগীদারী অভিযানে মন্ত্রী বিকাশ

তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন : 'ধরতি আবা জনভাগীদারী' অভিযানের অঙ্গ হিসাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যেই ৫ হাজারেরও বেশি নাগরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি হাতে পেয়েছেন। শুক্রবার মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের অধীনে উত্তর মহারানী স্কুলে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের সদস্য, বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা এদিনের শিবির থেকে এস টি সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, পি আর টি সি সহ বিভিন্ন সরকারি নথি হাতে পান। এইসব নথি স্বয়ং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারের হাত দিয়ে বিতরণ করা হয়।

সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, "বিগত সরকারের অবহেলার কারণে বহু ছাত্রছাত্রী এবং পরিবার সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ধরতি আবা অভিযানের মাধ্যমে আজ তারা তাদের প্রাপ্য কাগজপত্র পাচ্ছে।" তিনি আরও জানান, আগামী দিনেও এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে যেসব মানুষ এখনও সরকারি নথি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, তাদের পাশে দাঁড়াবে প্রশাসন। এদিন সরকারি নথি হাতে পেয়ে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি হন এবং সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এই প্রশাসনিক শিবির ধরতি আবা অভিযানের সফল বাস্তবায়নের দিকেই এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের মন্তব্যের প্রতিবাদে কমলপুরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ জুন: কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের জনজাতিদের বিরুদ্ধে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার কমলপুর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে কমলপুর শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। কমলপুরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিলটি বিজেপি সদর কার্যালয় থেকে বের হয়ে কমলপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে সমাপ্ত করে। মিছিলে ছিলেন কমলপুর বিজেপি মন্ডল সভাপতি শম্পা দাস সহ মন্ডলের কার্যকর্তারা। এবিষয়ে মন্ডল সভাপতি শম্পা দাস বলেন, গত কয়েক দিন আগে কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিজেপির জনজাতিদের নিয়ে যেভাবে কুমন্তব্য করেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে কমলপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ধিক্কার জানাচ্ছি।

৩ জন বাংলাদেশের নাগরিক ও মহিলা টাউট আটক

আগরতলা, ২৭ জুন : তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ এক মহিলা টাউডকে গ্রেফতার করে আমতলী থানার পুলিশ।ধৃতদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে আমতলী থানার পুলিশ। শুক্রবার সমস্ত আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে গোয়েন্দা শাখা পুলিশের সহযোগিতায় আমতলী থানার পুলিশ থানার সংলগ্ন বাইপাস সড়কে নাকা পয়েন্ট থেকে বাংলাদেশী নাগরিকসহ বিশালগড়ের এক মহিলা টাউট সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। বিশালগড়ের ফিরোজা খাতুন নামে অভিযুক্ত মহিলার সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তারা কাজের উদ্দেশ্যে দিল্লি যাওয়ার জন্য আমতলী বাইপাস সড়ক হয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল এবং ঠিক সেই সময় গোয়েন্দা শাখার পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেফতার করে আমতলী থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতেই ধৃতদের বিরুদ্ধে আমতলী থানার পুলিশ একাধিক ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে।

বৃহস্পতিবার থেকেই ধৃতদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে আমতলী থানার পুলিশ। শুক্রবার সমস্ত আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

২ জুলাই প্রথমবারের মত ক্রীড়া সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: এই প্রথমবারের মত ক্রীড়া সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক কর্মশালা আগরতলা প্রেসক্লাবে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ,ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি এই ওয়ার্কশপে আলোচনা করবেন কলকাতা টিভির যুগ্ম অধিকর্তা গৌতম ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব গত ৩৩ বছর ধরে রাজ্যে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। টিএসজেসি আড়াই দশক আগেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় সংগঠন স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার অনুমোদন নিয়ে কাজ করে চলেছে। আগামী ২ জুলাই বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও এই দিবসটি টিএসজেসি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের জন্য এক কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। ২ জুলাই, ২০২৫ আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুপুর ১২টায় একদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পিকে চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার উপস্থিত থাকবেন। পৌরহিত্য করবেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। এই কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে থাকবেন কলকাতার বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক তথা কলকাতা টিভি"র জয়েন্ট এডিটর গৌতম ভট্টাচার্য্য। রাজ্য থেকে রিসোর্স পার্সন হিসেবেন থাকবেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক মণিময় রায়। এই কর্মশালায় রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা অংশ নেবেন।

মাইগঙ্গা কমিউনিটি হলে বিএমএস-এর উদ্যোগে এক সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন: ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাইগঙ্গা কমিউনিটি হলে বিএমএস-এর উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যানবাহন শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী। তাঁর সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস সহ বি এম এস-এর শীর্ষ নেতৃত্বরা।

এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবনির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বলেন, 'দেশ ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে যানবাহন শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র রোজগারের জন্য নয়, সমাজের জন্যও আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে।' মন্ত্রী আরও জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ও জরুরী পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে যানবাহন চালক ও শ্রমিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনো রকম সময় নষ্ট না করে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসালয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

সমাজ ও দেশের সেবায় যানবাহন শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে বলে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

গান্ধীগ্রাম বাজারে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আজ খুঁটিপূজা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন: বামুটিয়া বিধানসভার গান্ধীগ্রাম বাজারে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আজ খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হলো। রথযাত্রার মহান পূর্ণ লগ্নে সমাজবাদী সংঘ, গান্ধীগ্রাম ব্যবসায়ী সমিতি ও অটো সিন্ডিকেটের সম্মিলিত পূজা হল গান্ধীগ্রাম সার্বজনীন দুর্গোৎসব।

আজকের খুঁটি পূজায় অংশগ্রহণ করেন বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস, পূর্ব গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানকী বিশ্বাস, সমাজবাদী সংঘের সেক্রেটারী উজ্জ্বল ঘোষ, ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী দীপক ঘোষ, অটো সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি শংকর ঘোষ, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। খুঁটিপূজাকে কেন্দ্র করে গান্ধীগ্রামে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas